রাঁচি, সোমবার

26:06:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 03 Vol »252 »10 Ashar 1430 » epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৩ অংক » ২৫২ » « ১০ই, আষাঢ় ১৪৩০»

পররাষ্ট্র দপ্তরের বাইরের অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছে ইরানি সক্রিয়বাদীরা, আলোচনা নিয়ে আশাবাদী

তেহরান ঃ ইরানি-আমেরিকান সক্রিয়বাদীরা, যারা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বাইরে এক ব্যতিক্রমী অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন তাঁরা বলছেন বাইডেন প্রশাসনের সাথে তারা যে আলোচনা শুরু করেছিলেন সে বিষয়ে তারা আশাবাদী। এই সক্রীয়বাদীরা ইরানের পরমাণু কর্মসূচির অগ্রগতিতে রাশ টানতে, ইরানকে দেয় যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য আর্থিক সহযোগিতার বিরোধিতা করে পররাষ্ট্র দপ্তরের বাইরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিলেন। শুক্রবার ভিওএকে পাঠানো এক বিবৃতিতে অলাভজনক ও অরাজনৈতিক সংগঠন ন্যাশনাল সলিডারিটি গ্রুপ অফ ইরান (এনএসজিইরান) বলেছে, আমরা আশাবাদী যে, পররাষ্ট্র দপ্তর আমাদের সঙ্গে আলোচনার একটা পথ উন্মুক্ত করেছে। সেই সঙ্গে আমাদের আশা, ইরানের বাইরের ও ভেতরের ইরানিদের উদ্বেগ ও দৃষ্টিভঙ্গি শোনা হলে, ইসলামি শাসকদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি প্রণয়নে সুবিধা হবে। আর, তারা এই উদ্বেগ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে। এনএসজিইরান জানিয়েছে, তাদের সংগঠক সিয়ামক আরাম ও অন্য সদস্যরা বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র দপ্তরে কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে ঐ দফতরের ইরান বিষয়ক শাখার এক কর্মকর্তা অংশ নেন।

বাজার দর

SENSEX : 62979.37 -259.52
NIFTY : 18665.50 -105.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 18.38 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 05.04 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

হজ পালনের জন্য সৌদি আরবে প্রায় ১৫ লাখ হজযাত্রী

রিয়াদ ঃ বিশ্বের মুসলমান হজযাত্রীরা আগামী সপ্তাহে হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগে শুক্রবার পবিত্র শহর মক্কা নগরীতে সমবেত হন। করোনাভাইরাস মহামারীজনিত কারণে তিন বছরের কড়া বিধিনিষেধের পর বার্ষিক হজযাত্রা আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে এসেছে। সৌদি কর্মকর্তারা বলছেন, এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লাখ বিদেশী তীর্থযাত্রী দেশে এসেছেন, যাদের বেশিরভাগই এসেছেন আকাশপথে। আরও আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া সোমবার হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলে, সৌদি আরবে বসবাসরত কয়েক হাজার সৌদি এবং অন্যান্যরাও তাদের সাথে যোগ দেবেন। সৌদি কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা আশা করছেন যে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা প্রাক-মহামারী পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। ২০১৯ সালে, ২৪ লাখেরও বেশি মুসলমান হজব্রত পালন করেছিলেন। শুক্রবার, তীর্থযাত্রীরা জুমার নামাজে অংশ নিতে মক্কার প্রধান মসজিদে সমবেত হন। তখন অনেকেই কাবার চারপাশে সাতপাক প্রদক্ষিণ করেন। কাবার ঐ মসজিদের ভিতরের ঘন আকৃতির কাঠামোটি ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র স্থান। বৃহস্পতিবার রাতে, কাবার চারপাশের মার্বেল পাথরের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তারা প্রায় প্রত্যেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছিল - যা মহামারী চলাকালীন দুই বছর আগে দৃশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, সে সময় অল্প সংখ্যক মানুষ একে অপরের থেকে অনেক দূরে দূরে ছিল। তীর্থযাত্রীরা মক্কায় পৌঁছে কাবা ঘর প্রদক্ষিণ করেন, যা আরবি ভাষায় তাওয়াফ নামে পরিচিত, এবং কাবা প্রদক্ষিণকারী বিশাল জনসমাগম হজের প্রথম দিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে। হজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি, এবং প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে অন্তত একবার হজ পালন করা ফরজ, যদি তারা শারীরিক ও আর্থিকভাবে তা করতে সক্ষম হয়। এটি বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশগুলির একটি। করোনাভাইরাস মহামারী চলাকালীন আরোপিত বিধিনিষেধ ছাড়াই এই প্রথম এই বছরের হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে। ২০২০ সালে দশ হাজারেরও কম তীর্থযাত্রী এবং ২০২১ সালে প্রায় ৬০,০০০ মানুষ হজ পালন করেছিলেন, আর তারা সকলেই ছিলেন সৌদি আরবের বাসিন্দা, কারণ সে সময় বিদেশ থেকে তীর্থযাত্রীদের আসতে নিষেধ করা হয়েছিল। গত বছর, সৌদি আরব বিদেশ থেকে সীমিত সংখ্যক হজযাত্রীদের অনুমতি দেওয়ায় প্রায় ৯ লাখ মানুষ হজযাত্রা করেছিলেন। বৃহস্পতিবার সৌদি তথ্য মন্ত্রক ঘোষণা করেছে, বুধবারের মধ্যে প্রায় ১৫ লাখ বিদেশী হজযাত্রী দেশটির আন্তর্জাতিক বন্দরগুলো দিয়ে এসেছেন, যার মধ্যে ১৪ লাখ ৩০ হাজার হজযাত্রী আকাশ পথে এসেছেন।

সুদানে দুই পক্ষের সংঘাত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে

খার্তুম ঃ সুদানের সেনাবাহিনী ও র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) মধ্যে দুই মাস ধরে চলতে থাকা যুদ্ধ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। শুক্রবার বেশ কয়েক জায়গায় সংঘাত দেখা দেয়।

সুদানের বৃহত্তর রাজধানীর তিন শহরের মধ্যে দু'টি, ওমদুরমান ও খার্তুমে রাতভর আকাশ পথে হামলা ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত অব্যাহত ছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীর পশ্চিমে অবস্থিত শহরগুলোতেও সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে, যার মধ্যে আছে ভঙ্গুর দারফুর ও করদোফান অঞ্চল।

উত্তর দারফুর রাজ্যের রাজধানী আল ফাশিরের আবাসিক এলাকায় দুই পক্ষের সংঘাত দেখা দিলে ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে পড়ে।

উত্তর করদোফানের রাজধানী এবং খার্তুম ও দারফুরের মধ্যে পরিবহন ব্যবস্থা চালুর রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শহর এল ওবেইদে আরএসএফের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। সেখানে এই আধাসামরিক বাহিনী ভারী অস্ত্রে সজ্জিত সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে পশ্চিম দারফুরে। সেখানে আরএসএফ সমর্থিত আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা শহরের বিভিন্ন অংশে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। যার ফলে অসংখ্য মানুষ সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা ও মানবাধিকার নজরদারি সংস্থাগুলো। আধাসামরিক বাহিনীর ধারাবাহিক হামলার শিকার হয়ে পশ্চিম দারফুরের শহর এল জেনেইনার পরিস্থিতি সবচেয়ে উদ্বেগজনক হয়েছে।

এছাড়াও, সাম্প্রতিক সময়ে সেনাবাহিনী ও আরএসএফের মধ্যে দক্ষিণ দারফুরের রাজধানী ও সুদানের অন্যতম বড় শহর নিয়ালায় সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে। শুক্রবারও নিয়ালার দক্ষিণে সংঘাত অব্যাহত ছিল। এক বাসিন্দা জানান, বেসামরিক ব্যক্তিরা নিহত হয়েছেন। তবে তিনি বিস্তারিত জানাতে পারেননি।

দক্ষিণ করদোফানেও নতুন করে যুদ্ধ শুরুর ঝুঁকি রয়েছে। সেখানে কিছু এলাকা বিদ্রোহী দল এসপিএলএম-এনের দখলে রয়েছে। এ সপ্তাহের শুরুতে সেনাবাহিনী আরএসএফের বিরুদ্ধে এ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলমান অস্ত্রবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে।

কাশ্মীরে আন্তঃসীমান্ত গোলাবর্ষণে বেসামরিক লোক নিহত, দাবী পাকিস্তানের

সুচেতগড় ঃ পাকিস্তান শনিবার বলেছে, ভারতের বিনা উস্কানীতে আন্তঃসীমান্ত গোলাবর্ষণে বিতর্কিত কাশ্মীর অঞ্চলের পাকিস্তান-শাসিত অংশের ভিতরে কমপক্ষে দু'জন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং অন্য একজন গুরুতর আহত হয়েছে। পরমাণুশক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ এশীয় দেশগুলি তাদের ডি ফ্যাক্টো কাশ্মীর সীমান্ত, নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ২০০৩ সালের যুদ্ধবিরতি পুরোপুরি মেনে চলতে সম্মত হওয়ার দুই বছরেরও বেশি সময় পর কথিত এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটলো। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী শনিবার সাটওয়াল সেক্টরে রাখালদের একটি দলের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়, যার ফলে দুই জন বেসামরিক লোক মারা যায় এবং অন্য একজন গুরুতর আহত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রক পরে বলেছে, ইসলামাবাদ যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের তীব্র প্রতিবাদ করতে এবং বেসামরিক নাগরিকদের নিন্দনীয়ভাবে লক্ষ্যবস্তু করার ব্যাপারে নিন্দা জানাতে, ভারতীয় চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্সকে তলব করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান ভারতীয় পক্ষকে প্রাণঘাতী ঘটনার তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছে এবং জোর দিয়ে বলেছে যে, এই ধরনের বিবেকহীন কাজগুলি যুদ্ধবিরতি চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন। তবে, এই অভিযোগের বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলে, ভারতীয় ও পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্যে প্রায় প্রতিদিনের সংঘর্ষ থেমে যায়। এর আগে, শুধুমাত্র ২০২০ সালে সংঘর্ষে ৭০ জনেরও বেশি নিহত হয়েছিল। কাশ্মীরের হিমালয় অঞ্চল পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিভক্ত। উভয় দেশই ওই অঞ্চলকে পুরোপুরি তাদের নিজেদের বলে দাবি করে এবং ১৯৪৭ সালে উপনিবেশ দুটি ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই অঞ্চলকে নিয়ে দুবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এদিকে, হোয়াইট হাউজে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে আলোচনার পর, বৃহস্পতিবার জারি করা একটি যৌথ বিবৃতিতে, পাকিস্তানকে তার ভূখণ্ড জঙ্গি হামলার ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার না করার বিষয়ে নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস দমনে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের আহ্বান প্রত্যাখান করল পাকিস্তান

ওয়াশিংটন ঃ আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য পাকিস্তানকে যৌথ আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত। ইসলামাবাদ এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেছে এটি, অযাচিত, একমুখী ও বিভ্রান্তিকর।

বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও যুক্তরাষ্ট্র সফররত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে আলোচনার পর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উভয় পক্ষ আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের বিকল্প যোদ্ধা হিসেবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানায়। বিবৃতিতে পাকিস্তানকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো ভূখণ্ডকে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য যাতে ব্যবহার করা না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য তাৎক্ষনিক উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

উত্তরে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রক এ বিবৃতিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করে, এবং জানায়, সন্ত্রাসবাদ দমনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিবেচনায় এ ধরনের বক্তব্যে তারা বিস্মিত। পররাষ্ট্র মন্ত্রক লিখিত বক্তব্যে জানায়, এই বিবৃতিতে দেখা যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদের বহুল বিস্তার প্রতিহত করতে যে ধরনের সহযোগিতামূলক মনোভাব অত্যন্ত জরুরি, তাকে ভূরাজনৈতিক বিবেচনার বেদীতে বলিদান করা হল। মন্ত্রক একই সঙ্গে ভারতকে সন্ত্রাসবাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষক বলে অভিহিত করে, এবং জানায় দেশটিতে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘণের ঘটনাগুলো থেকে মনোযোগ সরাতে নিয়মিত সন্ত্রাসবাদের জুজুব্যবহার করা হয়। ভারতের মুম্বাই ও পাঠানকোটে হামলার ঘটনার পেছনে দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়ে হোয়াইট হাউজের বিবৃতিতে জানানো হয়, উভয় পক্ষ জাতিসংঘের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠনদের বিরুদ্ধে সুসংহত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান পুনরাবৃত্তি করছে, যার মধ্যে আছে আল-কায়েদা, আইসিস, দায়েশ ইসলামি স্টেট, আইএস ও আইএসআইএল নামেও পরিচিত, লস্কর-ই-তাইয়্যিবা, জাইশ-ই-মোহাম্মেদ ও হিজবুল-মুজাহিদীন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি বলেন, বৈশ্বিক শক্তিরা সন্ত্রাসবাদের বিষয়টির দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না, কারণ ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ তাদেরকে অন্যমনস্ক করে রেখেছে।

বিদ্রোহ তাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে এবং তারা প্রিগোঝিনের সাজানো অপরাধ-অভিযানে জড়িয়ে গেছেন

ওয়াগনার গ্রুপের কার্যক্রম দেশদ্রোহিতা কড়া শাস্তির প্রতিজ্ঞা পুতিনের

মাস্কো ঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শনিবার ওয়াগনার গ্রুপের ভাড়াটে সেনাদের সতর্ক করে বলেছেন, সশস্ত্র বিদ্রোহ হলো দেশদ্রোহিতা। আর, যারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেবে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

পুতিন টেলিভিশনে প্রচারিত এক জরুরি ভাষণে, রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের শহর রস্তভ-অন-ডনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কার্যকর উদ্যোগ নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এখান থেকে, ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোঝিন বলছেন, তার বাহিনী এই শহরের সব সামরিক স্থাপনার দখল নিয়েছে।

পুতিন ওয়াগনার গ্রুপের এই কাজকে পিঠে ছুরি বসানো বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটা রাশিয়ার ওপর আঘাত, ও আমাদের জনগণের ওপর আঘাত। আর, এমন হুমকি থেকে আমাদের পিতৃভূমিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আমাদের পদক্ষেপ হবে অত্যন্ত কড়া। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বাসঘাতকতার পথে পা বাড়িয়েছে, যারা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়েছে, যারা ব্ল্যাকমেইল ও জঙ্গি প্রক্রিয়ার পথ বেছে নিয়েছে, তাদেরকে অনিবার্যভাবে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।তাদেরকে আইন ও আমাদের জনগণ, উভয়ের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

প্রিগোঝিন রাশিয়ার সামরিক নেতৃত্বকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলে, শনিবার দিনের শুরুর দিকে রাশিয়া জানিয়েছিলো,মস্কোতে জঙ্গিবিরোধী অভিযান শুরু হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।

দল ও দলের নেতাকে ত্যাগ করার জন্য ওয়াগনার গ্রুপের ভাড়াটে সৈন্যদের প্রতি আহবান জানাচ্ছে রাশিয়া।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ভাড়াটে সেনাদের উদ্দেশে টেলিগ্রামে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানায়, তাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে এবং তারা প্রিগোঝিনের সাজানো অপরাধ-অভিযানে জড়িয়ে গেছেন।

প্রিগোঝিন শনিবার সকালে জানান, তার বাহিনী রস্তভে রুশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। আর, শহরের সকল সামরিক স্থাপনার নিয়ন্ত্রণ এখন তাদের হাতে।

হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে যে তারা রাশিয়ার শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা ও ওয়াগনার বাহিনীর মধ্যে চলমান অচলাবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। তারা পরিস্থিতি নিয়ে মিত্র ও অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করবে। শুক্রবার জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র অ্যাডাম হজ ভয়েস অফ আমেরিকাকে এ কথা জানান।

মালদার গুপ্ত বিন্দাবণ হিসেবে পরিচিত রামকেলি ধামে শুরু হতে চলেছে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের মহোৎসব

মালদা ঃ মালদার গুপ্ত বিন্দাবণ হিসেবে পরিচিত রামকেলি ধামে শুরু হতে চলেছে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের মহোৎসব। প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মহদীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত রামকেলি ধামে ১৫ দিন ধরে উৎসব শুরু হয়। প্রায় ৫০৯ বছর আগে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব মালদার রামকেলি ধামে পদার্পণ করেছিলেন । এই রামকেলি ধামে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের পাদুকা চিহ্ন রয়েছে। সনাতন ধর্ম প্রচারের নিরিখেই মহাপ্রভুর এই পদার্পণ বলেই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। আর তারপরেই যুগের সাথে তাল মিলিয়েই চলে আসছে রামকেলি ধামের চৈতন্যদেবের উৎসব। বর্তমানে পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের বিশাল একটি পূর্ণ মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। আর এই রামকেলি ধামে আগামী শুক্রবার জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে শুরু হচ্ছে মহোৎসব। তাকে ঘিরে এখন সাজো সাজো রব।

উল্লেখ্য, প্রতিবছরই রামকেলি ধামে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্ত, সাধু, সন্ন্যাসীরা এসে থাকেন। রাজ্যের একমাত্র মাতৃ পিণ্ডদান হিসেবেই রামকেলি ধামে স্থান রয়েছে। বহু মানুষ এই রামকেলি উৎসবে মাতৃপিণ্ড দান করে থাকেন । এছাড়াও এই রামকেলি উৎসব কে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের খোল , করতাল, কাসর ঘন্টা সহ নানান ধরনের সামগ্রীর দোকান ইতিমধ্যে বসতে শুরু করেছে। সাধুসন্তেরাও এসে নিজেদের অস্থায়ী ঝুপড়ি বানাতে শুরু করেছেন । তবে প্রচন্ড গরমের মধ্যে রামকেলি ধামে পানীয় জলের একটু সমস্যা তৈরি হয়েছে বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

শ্রী শ্রী রূপ সনাতন মিলন মন্দির এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রতিবছরই এই মেলার আয়োজন ও চৈতন্যদেবের পদার্পণ উপলক্ষেই ধুমধাম করে উৎসব পালন করা হয় । রাধাকৃষ্ণের পুজো, শ্রীচৈতন্যদেবের পাদুকা চিহ্নের ভক্তদের দেখার ব্যবস্থা করা হয়।

রামকেলি ধামের প্রধান সেবাইত মদন পানিগ্রাহী জানিয়েছেন, হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ ও সাধুসন্তেরা রামকেলি ধামে শ্রী চৈতন্যদেবের উৎসবে এসে থাকেন । শ্রীচৈতন্যদেবের রামকেলি ধামের পদার্পণ ৫০৯ বছরে পড়লো। প্রতিবছর এই সংক্রান্তির দিনে ধুমধাম করেই রামকেলি ধামে উৎসব পালিত হয়। রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহে পুজোর পাশাপাশি শ্রীচৈতন্যদেবেরও উৎসব পালন করা হয়। ভক্তদের পংক্তিভোজনের ও আয়োজন করা হয়। কিন্তু এবারে গরমের মধ্যে পানীয় জলের খানিকটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের কাছে সেই পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য জানানো হয়েছে।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, রামকেলি উৎসব কে ঘিরে পুলিশ ও প্রশাসনের অস্থায়ী ক্যাম্প সেখানে তৈরি করা হয়েছে । ভক্তদের প্রতি নজরদারি পাশাপাশি সার্বিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সব রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যে কয়দিন এই রামকেলি উৎসব চলবে, সেখানে পুলিশ ও প্রশাসনের ক্যাম্পের মাধ্যমে সবরকম ভাবে নজরদারি চালানো হবে।

শিলিগুড়িতে ডায়ালাইসিস পরিষেবা কেন্দ্র খুলছে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মেট্রো

শিলিগুড়ি ঃ অসহায় দুস্থদের প্রযয়োজনের কথা মাথায় রেখে শিলিগুড়ির জ্যোতি নগরে একটি ডায়ালাইসিস পরিষেবা কেন্দ্র খুলছে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মেট্রো।মানিকচাঁদ কুম্ভত লাইনস মেট্রো ডায়ালাইসিস সেন্টার ১৬ই জুন, ২০২৩এ উদ্বোধন করবে শিলিগুড়ি মেট্রোর লায়ন্স ক্লাব। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানায় শিলিগুড়ি মেট্রোর লায়ন্স ক্লাব, প্রথম তিন মাস রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ডায়ালাইসিসের সুবিধা থাকবে এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রোগীদের বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে ৬টি ডায়ালাইসিস মেশিন ও ৬টি বেড করা হয়েছে এবং ৩টি মেশিন ও ৩টি বেড শীঘ্রই আসছে। বর্তমানে একদিনে ১৫টি ডায়ালাইসিস করা সম্ভব।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত একটি বাড়ি

কোচবিহার ঃ কোচবিহার পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বক্সী বাড়ি মোড় এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত একটি বাড়ি। এদিন দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ পরিমল চন্দ্র রায়ের বাড়ির একটি ঘরে আগুন দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা।আগুনের তীব্রতা এতোই বেশি ছিল যে নিমেষে গোটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। দমকলে খবর দেওয়া হলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করেন। কি কারনে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ এবং দমকল।

এনজেপি স্টেশনের সামনে লাইনচ্যুত হয়ে পড়লো একটি মালবাহি ট্রেন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের সামনে লাইনচ্যুত হয়ে পড়লো একটি মালবাহি ট্রেন। ঘটনায় রেল চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন ঘটে। ট্রেনটিকে লাইনে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কাটিহার ডিভিশনের ADRM সঞ্জয় চিলওয়ারওয়ার সহ রেলের উচ্চ পদস্থ কর্তারা। জানা যায় ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি জংশনের দিকে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে কিছুটা দূরেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়। ইতিমধ্যেই ট্রেনটিকে লাইনে তোলার কাজ শুরু করেছে রেল কর্মীরা। এই ঘটনার জেরে সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

কোভিডকালে কাজ করা অস্থায়ী কর্মীরা এখন কর্মহীন, স্থায়ী চাকরির দাবিতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারের দ্বারস্থ হল সেই কর্মীরা

শিলিগুড়ি ঃ কোভিড পরিস্থিতির সময় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কাজ করেছিল বেশ কয়েকজন অস্থায়ী কর্মী। তবে বর্তমানে তারা কর্মহীন। হাসপাতালে স্থায়ী চাকরির দাবিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারের দ্বারস্থ হল সেই কর্মীরা। বুধবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারের কার্যালয়ের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখায় তারা এবং পরবর্তীতে তাদের দাবি সম্বলিত স্বারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। তাদের দাবি হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ব্লকে স্থায়ী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হোক এবং তারা যাতে স্থায়ী চাকরি পায় তার ব্যবস্থা করুক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, এবিষয়ে সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, হাসপাতালে কর্মী নিয়োগ এজেন্সির হাতে রয়েছে তাদের নিযয়োগের ক্ষেত্রে কিছু মাপকাঠি রয়েছে। তাদের মাপকাঠি অনুযায়ী সমস্ত কিছু ঠিক থাকলে এদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তবে নিয়োগ হাসপাতালের আওতায় নেই।

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল SSB এর ৪১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান রানীডাঙ্গা হেডকোয়ার্টার

শিলিগুড়ি ঃ বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আযয়োজন করলো SSB ৪১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান রানিডাঙ্গা হেডকোয়ার্টার। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আযয়োজন করা হয়। বুধবার সশস্ত্র সীমা বল অর্থাৎ SSB এর ৪১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান এর রানিডাঙ্গা হেডকোয়ার্টারের তরফে ও পূর্ব ধনসারা জোত জনকল্যাণ সমিতি নামক স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে যৌথ উদ্যোগে রানীডাঙ্গা এলাকায় SSB হেডকোয়ার্টারে এই রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এই শিবিরে এলাকার মানুষদের পাশাপাশি SSB জওয়ানরাও রক্তদান করেন। জানা গিয়েছে এদিন মোট ৫০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তাদের।

মনোনয়ন পর্ব চলাকালীন অস্বস্তি শাসক শিবিরে,দলীয় পথ থেকে ইস্তফা বুথ সভাপতি সহ ১৫ জনের

কোচবিহার ঃ মনোনয়ন পর্ব চলা কালীন অস্বস্তি শাসক শিবিরে। দলীয় পথ থেকে ইস্তফা দিলেন বুথ সভাপতি সহ ১৫ জন। ঘটনায় পঞ্চায়েত ভোটের দোরগোড়ায় পড়ে অস্বস্তিতে পড়লেন শাসক শিবির।ঘটনাটি ঘটেছে বালাভুত গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বালাভুত নয়ার চর এলাকার ৯২৪১ নম্বর বুথে। বুধবার মনোনয়ন জমা দেবার পঞ্চম দিন। আর এদিনই বুথ সভাপতি সহ বুথের ২৫ জন কমিটির মধ্যে ১৫ জন দলীয় পথ থেকে ইস্তফা দিলেন। তাদের দাবি অভিষেক বংঃদ্যোপাধ্যায়ের নব জোয়ার কর্মসূচি তে প্রার্থী নির্বাচনে বুথের কর্মীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু ৯২৪১ নম্বর বুথের যে প্রার্থীর নাম এসেছে তিনি বিভিন্ন দুর্নীতির সাথে জড়িত। তাই এই প্রার্থীর জন্য তারা ভোট প্রচারে যেতে পারবেন না।এক প্রকার বুথের কর্মীদের পাত্তা না দিয়েই দল টিকিট দিয়েছে। তাই আমরা দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। ইস্তফা পত্র ব্লক সভাপতির কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

টিকিট না পেয়ে দল থেকে ইস্তফা দিলেন দিনহাটা এক নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত সমিতির টিকিট না পেয়ে দল থেকে ইস্তফা দিলেন দিনহাটা এক নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি মফিজুল হক। অভিযোগ টাকার বিনিময়ে দিনহাটায় বিক্রি হয়েছে টিকিট। উদয়ন গুহ বেছে বেছে বামপন্থীদের টিকিট দিয়েছেন। পুরনো তৃণমূল কর্মীরা টিকিট পাচ্ছেনা। টাকা দিয়ে টাকার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে টিকিট। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও তাকে টিকিট দেওয়া হয়নি। তার অভিযোগ দুর্নীতিতে ভরে গেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত প্রশাসন, কমব্যাট ফোর্স এবং পুলিশ শিলিগুড়ির রাস্তায় রুট মার্চ করেছে

শিলিগুড়ি ঃ ৮ ই জুলাই রয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। নির্বাচন সুষ্ঠভাবে করতে ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ শুরু করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। বুধবার দুপুর থেকে ফুলবাড়ীর ধনতলা, সিপাই পাড়া সহ একাধিক জায়গায় রুট মার্চ চালায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ও মাঝাবাড়ি, ফকদইবাড়ি এলাকায় রুট মার্চ চালায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। এদিন পুলিশের সঙ্গে ছিল কমব্যাট ফোর্স। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এই রুট মার্চ বলে জানা যায়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত প্রশাসন, কমব্যাট ফোর্স এবং পুলিশ শিলিগুড়ির রাস্তায় রুট মার্চ করেছে

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরের যে কোনো নির্বাচনি ফলাফলের ক্ষেত্রে বড় ফ্যাক্টর রাজবংশী সম্প্রদায়, এবার তাদের দাবিদাবা নিয়ে সোচ্চার কে পি পি দল জমা দিলো পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পত্র।বিগত কয়েকটি নির্বাচনের ফলাফলকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সব কয়টি রাজনৈতীক দলের ক্ষেত্রেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভোট একটি বড় ফ্যাক্টর।এবারে দীর্ঘ সময় ধরে এই রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দাবিদাবা নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা কামতাপুর পিপলস্ পার্টি ইউনাইটেড সরাসরি পঞ্চায়েত নির্বাচনের লড়াইয়ে সামিল হোলো।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মালদা তৃণমূলের বড় ধাক্কা, মানিকচকের বিভিন্ন এলাকার প্রবীণ নেতারা কংগ্রেসে যোগ দিলেন

মালদা ঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে শাসকদলের ভোটের সমীকরণে ধাক্কা।পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙ্গন মানিকচকে। তৃণমূল ছেড়ে এক ঝাঁক মানিকচকের বিভিন্ন এলাকার তাবড় তাবড় তৃণমূলের নেতারা যোগ দিলেন কংগ্রেসে। ফলে মানিকচকে ভোটের সমীকরণে বড়সড় রদবদল হতে পারে। মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের বর্তমান সদস্য, তৃণমূল পরিচালিত মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান, বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় ৪০০ জন তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসের যোগদান করেন। কংগ্রেসের মানিকচকের দলীয় কার্যালয়ে মানিকচকের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মালদা জেলা কংগ্রেসের নেতা মোত্তাকিন আলমের নেতৃত্বে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেন তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা তথা এনায়েতপুর এ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোয়াজ্জেম হোসেন। যোগদান করেন মোয়াজ্জেম হোসেনের সহধর্মিনী বর্তমান মালদা জেলা পরিষদের সদস্যা সাবিনা ইয়াসমিন। মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ আশারুজ্জামান, বিকাশ মণ্ডল তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই দিন কংগ্রেসে যোগদান করেন তৃণমূল পরিচালিত গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সীমা বিবি, চৌকি মির্জাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মোস্তাক আলম। এছাড়াও মানিকচকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের টিকিটে পাশ করা পঞ্চায়েত সদস্যরা। মানিকচকের এই যোগদান কর্মসূচিতে কংগ্রেসে যোগ দেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের মালদা জেলার সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিকী। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকার তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা ও এই কর্মসূচির মাধ্যমে কংগ্রেসে যোগদান করেন। শাসকদলের অপরিসীম দুর্নীতির দিকে আঙুল তুলে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসের যোগদানের যুক্তির দাবি করলেও শাসক দলের তরফে দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিট মিলবে না জেনেই টিকিটের লোভে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। এই বিষয়ে মানিকচকের প্রাক্তন বিধায়ক মোত্তাকীন আলমের কটাক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যান্সার হয়েছে। তাই তৃণমূল ছেড়ে সবাই পালাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন, যদি অন্য কোন রাষ্ট্র থেকেও কোনো বাহিনী আসে তারপরেও দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি জলপাইগুড়ির মানুষ প্রমাণ করে দেবে এখানে বিরোধীদের কোথাও কোনো জমি নেই

রাজগঞ্জ ঃ কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন, যদি অন্য কোন রাষ্ট্র থেকেও কোনো বাহিনী আসে তারপরেও দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি জলপাইগুড়ির মানুষ প্রমাণ করে দেবে এখানে বিরোধীদের কোথাও কোনো জমি নেই।রাজগঞ্জে এসে একথা জানালেন তৃণমূল নেতা রাজীব ব্যানার্জি। বুধবার বিকেলে পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়নের পঞ্চম দিনে রাজগঞ্জ আসেন রাজ্যের তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় এবং ব্লকের নেতৃত্বরা। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, পঞ্চায়েতের সময় দল আমাকে কোচবিহার,জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছে। যাতে পুরো মনোনয়ন প্রক্রিয়া ঠিকঠাক ভাবে চলে, প্রার্থীরা যাতে ঠিকঠাকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারে তা দেখার জন্য আমি এই তিন জেলায় রয়েছি। জলপাইগুড়ি জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন যদি অন্য কোন রাষ্ট্র থেকেও কোনো বাহিনী আসে তারপরেও দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি জলপাইগুড়ির মানুষ প্রমাণ করে দেবে এখানে বিরোধীদের কোথাও কোনো জমি নেই।

সদ্যোজাত শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করল ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ

মালদা ঃ সদ্যোজাত শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করল ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ইংরেজবাজার শহরের নজরুল সরণি এলাকায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকা আবর্জনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এই শিশু কন্যার মৃতদেহ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকা জুড়ে। ওই এলাকায় একটি ডাস্টবিনের মধ্যে প্রথমে এলাকার কিছু লোকজন সদ্যোজাতের দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। শহরের ডাস্টবিনে এমন সদ্যজাত ফেলার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ইংরেজবাজার থানা থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে একটি ডাস্টবিনে বৃহস্পতিবার সকালে এই সদ্যজাত শিশুটির দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পাশাং লামা তৃণমূলের ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, ২১ পঞ্চায়েত সদস্য এবং ৩ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সাথে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস কার্যালয় কার্যকরী সভাপতি শান্তনু দেবনাথের হাত ধরে কংগ্রেস দলে যোগ দিলেন কালচিনি ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল সভাপতি এবং গত বিধানসভা নির্বাচনের কালচিনি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী পাশাং লামা। জানাগেছে এদিন পাশাং লামা সঙ্গে তৃণমূলের ২ জন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ ২১ জন পঞ্চায়েত সদস্য ও ৩ জন পঞ্চায়েত সমিতি মেম্বারও এদিন কংগ্রেসের যোগদান করেন। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর একাধিক অভিযোগে পাশাং লামা কে তৃণমূল কালচিনি ব্লক সভাপতি থেকে বহিস্কার করা হয়। জানাগেছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী হিসেবে আগামীকাল মনোনয়ন জমা দেবেন পাশাং লামা।

যতই মহাজোট তৈরি হোক পাহাড়ের মানুষ উন্নয়ন ও শান্তির পক্ষে,দার্জিলিংয়ে বলেন অনিত থাপা

দার্জিলিং। পাহাড়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আমরা ফিরিয়ে এনেছি জিটিএ নির্বাচনের সময়ে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল পাহাড়ে পঞ্চায়েতিরাজ ফিরিয়ে আনব। মানুষ আমাদের সাথেই রয়েছে দার্জিলিংয়ে বলেন অনিত থাপা। জিটিএ নির্বাচনের সময় আমরা পাহাড়ের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম জিটিএ তে আমরা ক্ষমতায় এলে পাহাড়ে পঞ্চায়েতিরাজ ফিরিয়ে আনবো,সেই কথা মত আমরা পঞ্চায়েতি রাজ পাহাড়ে ফিরিয়ে এনেছি। দীর্ঘ প্রায় ২২ বছর পর পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে।এতে স্পষ্ট পাহাড়ে শান্তি ফিরেছে। বুধবার বিকেলে দার্জিলিঙে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই মন্তব্য করেন ক্ষস্তক চিফ এক্সিকিউটিভ তথা ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনিত থাপা। তিনি আরো বলেন, যতই মহাজোট তৈরি হোক না কেন পাহাড়ের মানুষ উন্নয়নের পক্ষে শান্তির পক্ষে তাই মানুষ আমাদের সাথেই রয়েছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় উদ্বোধন হল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের

শিলিগুড়ি। গ্রামীন এলাকায় জমা বর্জ্য, নোংরা, আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ করার উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। মাটিগাড়ায় উদ্বোধন হল সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ। মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত মাটিগাড়া২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলসীনগর এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেঃট প্রকল্পের নব নির্মিত সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের উদ্বোধন হয় বুধবার। উদ্বোধনের পর সভাধিপতি অরুন ঘোষ বলেন, মাটিগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এই সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট শুরু হল। আগামীতে ধীরে ধীরে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ধরনের ইউনিট খোলা হবে। এই ইউনিটের মাধ্যমে নোংরা আবর্জনা থেকে সার তৈরি হবে এবং বাকি বজ্র অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হবে। এতে গ্রাম বাংলা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকবে।

.জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল গুলিতে পুলিশের রুট মার্চ

জলপাইগুড়ি। জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল গুলিতে পুলিশের রুট মার্চ।নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষনা হতেই পুলিশ প্রশাসনকে পক্ষ থেকে কড়া ভূমিকা অবতীর্ণ হতে দেখা গেল।পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় রুটমার্চ শুরু করা হয়েছে।রাজ্য নির্বাচন কমিশন জলপাইগুড়ি জেলাকে স্পর্শকাতর বলে ঘোষনা করতেই এই প্রশাসনিক উদবেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।বিভিন্ন এলাকায় নাশকতা এড়াতে এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ভীতি দূরীকরনে এই রুটমার্চ বলে জানা গিয়েছে।রবিবার জেলার রাজগঞ্জ থানার তরফে মনিপুর, ঝাঞ্জুপাড়া, ফাটাপুকুর এলাকায় পঞ্চায়েতের এলাকায় রুট মার্চ করা হয় রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজ সরকারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে। এছাড়াও এদিন এলাকায় বেশ কয়েকটি বুথ পরিদর্শন করেন এই পুলিশ বাহিনী

বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা আয়োজিত রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি ঃ বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থার পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে একটি রক্তদান শিবিরের আযয়োজন করা হয়েছে। তাড়াতেও আজকের এই বিশেষ দিনে যে বা যারা বিগত ৫০ বারের উপরে রক্তদান করেছেন তাদের হাতে সংস্থাপত্র তুলে দিলেন।

উত্তর বঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডিএম ডক্টর সন্দীপ সেনগুপ্ত জানালেন আজ বিশ্ব রক্তদাতা দিবস এর মাধ্যমে রক্ত দাতারা রয়েছে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর দিন এবং তাদের মাধ্যম দিয়েই অন্যদের অনুপ্রাণিত করার দিন। তিনি আরো জানান যে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় যদি সাস্থ্য কেন্দ্রে প্রত্যেক ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ এবং নম্বর যদি নিয়ে রাখা হয় তাহলে সে ব্যক্তিদের রক্তের সংকট দেখা দিলে তখন খুব সহজেই সে গ্রুপের রক্তদাতা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আশীষ ব্রহ্ম জানান যদি কোন রক্তদাতা ইচ্ছুক হয়ে থাকলেও রক্তদান করতে না পারেন সেই মুহূর্তে সে নিজে রক্তদান করতে না পেরে থাকলেও সে যেনো অন্য আরেকজনকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন রক্তদানের জন্য। তার পাশাপাশি তিনি জানান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি জায়গায় রক্ত পাওয়া খুব কঠিন কর হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে ঘাটতি সর্বদাই রয়েছে। তাই তিনি সকলকে রক্তদানের মতো মহান কাজে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেছেন।

তৃণমূল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করল প্রায় ৭০ টি পরিবার

ইটাহার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের নমিনেশন চলাকালীন শাসক দলে ভাঙন ইটাহারে। তৃণমূল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করল প্রায় ৭০ টি পরিবার। বুধবার ইটাহার ব্লক কংগ্রেসের তরফে কাপাশিয়া অঞ্চল কংগ্রেসের সহযোগিতায় সাংগঠনিক কর্মী বৈঠকের মধ্য দিয়ে এই যোগদান সভার আয়োজন করা হয় ইটাহার বিধানসভার কাপাশিয়া অঞ্চলের মানাইনগর দক্ষিণ পাড়া এলাকায়। তৃণমূলের দুর্নীতি সহ টাকা নিয়ে টিকিট দেওয়ার অভিযোগ তুলে মানাইনগর দক্ষিণ বুথের প্রায় ৭০ টি পরিবার এদিন কংগ্রেসে যোগদান করে বলে দাবি ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্বের। এদিন দলত্যাগীদের হাতে কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেয় কাপাশিয়া অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি সাজাহান আলম, কংগ্রেস নেতৃত্ব মহিদুর ইসলাম সহ অন্যান্যরা। দলত্যাগীদের কংগ্রেসে যথাযত মর্যাদা দেওয়া হবে কংগ্রেসে বলে জানান উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃত্ব।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

গ্রিস নির্বাচন ঃ রক্ষণশীলদের জয় আবারও?

গ্রিস ঃ নির্বাচনী জরিপগুলো বলছে, রক্ষণশীল দলের কিরিয়াকোস মিৎসোতাকিস বিপুল ভোটে জয়ী হতে চলেছেন। গত মাসে অনুষ্ঠিত ভোটের পরে পদত্যাগ করেছিলেন তিনি। কারণ নির্বাচনটি ছিল নিষ্পত্তিহীন। গ্রিসের ভোটাররা নতুন পার্লামেন্ট সদস্যদের নির্বাচন করতে এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে রোববার দ্বিতীয়বারের মতো ভোট দিচ্ছেন। প্রায় ৯৮ লাখের মতো গ্রিক ভোটার এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ৩২টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের মধ্যে পছন্দসই প্রার্থীকে নির্বাচন করবে। স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় ভোট শুরু হয় এবং ১২ ঘণ্টা এই ভোটদান চলবে। প্রাথমিক পূর্বাভাসগুলি বুথফেরত সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে পাওয়া গেলেও আগামিকাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফল প্রকাশ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ১৪ জুন একটি দেশটির উপকূলে অভিবাসীদের বহরকারী একটি নৌকাডুবির ঘটনায় প্রায় ৭৯ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় বেশ কয়েকশ অভিবাসী নিখোঁজ রয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে অভিবাসন ইস্যু নিয়ে দ্বিতীয়বারের ভোট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

আর্থিক সংকট দেশের ভোটারদের জন্য অন্যতম উদ্বেগের বিষয়। কিছু ভোটার ইতিবাচক ফল নিয়ে আশাবাদী। ধারণা করা হচ্ছে, তারাই কিরিয়াকোস মিৎসোতাকিসকে সমর্থন করছেন। যার মেয়াদকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং বেকারত্বের হার কমেছে। বিমা কোম্পানির কর্মচারী কনস্তান্তিনোস সদ্য বিয়ে করা স্ত্রীকে নিয়ে উত্তর এথেন্সের ভোট কেন্দ্রে কাকভোরে ভোট দিতে এসেছিলেন। তার কথায়, ''আমাদের প্রত্যাশা, দেশটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে, সেই ধারা অব্যাহত থাকবে।'' সোফিয়া ওইকোনোমোপলু নামে আরেক ভোটার বলেন, ''আমরা সুদিনের আশায় আছি। ন্যায়বিচার, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, শিক্ষা সবকিছুই ভাল হবে বলে আশা রাখি। এই নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রিকরা সত্যিকারের ভাল জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে।''

জরিপগুলি কিরিয়াকোস মিৎসোতাকিসের নেতৃত্বে রক্ষণশীল নিয়া দিমোক্রাতিয়া বা নিউ ডেমোক্রেসির (এনডি) জয়ী হতে পারে এমনটাই আভাস দিচ্ছে। ২০১৯ সাল থেকে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

কিছু জরিপ ইঙ্গিত দিয়েছে যেদলটি ৪০ ভাগ ভোট পেতে পারে।মিৎসোতাকিস তার নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী অর্থনীতির কথা বলেছেন।

আলেক্সিস সিপ্রাসের নেতৃত্বে দ্য অ্যালায়েন্স অফ দ্য র‍্যাডিক্যাল লেফট (সিরিজা) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট অর্জন করতে পারে, কিছু জরিপ ইঙ্গিত করে তারা ২০ ভাগ পেতে পারে। সিপ্রাস একটি ওয়্যারট্যাপিং কেলেঙ্কারি এবং অভিবাসন নিয়ে মিৎসোতাকিসের সমালোচনা করেছেন।

মে মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে, মিৎসোতাকিসের দল বিশাল জয় পেয়েছিল, কিন্তু একক দলীয় সরকার গঠন করতে সক্ষম হতে পার্লামেন্টে মাত্র পাঁচটি আসন কম ছিল।

৩০০ আসনের পার্লামেন্টে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী, মিৎসোতাকিস আরেকটি দফা ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

ঢাকায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বিষয়ক প্রস্তুতি সভা

ঢাকা ঃ রোববার জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের প্রস্তুতি সভা শুরু হয়েছে ঢাকায়। মন্ত্রী পর্যায়ের ওই বৈঠক হবে ডিসেম্বরে ঘানায়। ঢাকার প্রস্তুতি সভায় যোগ দেন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জাঁ পিয়ের লাক্রোয়া। এর আগে ঢাকায় এসেছেন জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনা কৌশল, নীতি ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ক্যাথরিন পোলার্ড। তাদের দুই জনেরই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও সাক্ষাতের কর্মসূচি আছে। ৪০টি দেশের ৯৫ জন প্রতিনিধিও ঢাকা সফর করছেন প্রস্তুতি সভার জন্য।

ঢাকায় মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক বৈঠকের আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে নারীদের অংশগ্রহণ। বৈঠকের মূল প্রতিপাদ্যও 'জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় নারী।' বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে জানা গেছে, প্রস্তুতিমূলক এই বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ঘানায় মূল সম্মেলনে যে বিষয়গুলো চূড়ান্ত হবে বা অনুমোদন পাবে তার সবকিছুই ঢাকার প্রস্তুতিমূলক বৈঠকে আলোচনা, দরকষাকষি বা পর্যালোচনা হবে। আর বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শান্তিরক্ষীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থানে আছে। জাতিসংঘের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী শান্তিরক্ষা মিশনে এখন কর্মরত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর সংখ্যা সাত হাজার ২৭৮ জন। এরপরই নেপালের অবস্থান। তাদের সংখ্যা ছয় হাজার ২৩১। তৃতীয় এবং চতুর্থ আবস্থানে আছে যথাক্রমে ভারত ও রুয়ান্ডা। পক্কিস্তানের অবস্থান পঞ্চম। বিশ্বের মোট ১২ দেশের নাগরিকেরা এখন এই মিশনে কাজ করছেন। এর আগেও ২০১৭ সালে বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠক হয়েছে। এখনবার বৈঠকের আগে দুইটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা মানবাধিকার নিয়ে বিবৃতিতে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) বাংলাদেশি নিরাপত্তা বাহিনির সদস্যদের শান্তিরক্ষী বাহিনিতে নিয়োগের আগে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে যাচাইবাছাইয়ের আহ্বান জানিয়েছে। তারা বলছে, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবদান সবচেয়ে বেশি। এই অবস্থান ধরে রাখতে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত যাচাইবাছাই নীতিমালা যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশ সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে, জাতিসংঘের হয়ে কাজ করা তাদের কোনো নাগরিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত নয়। বিবৃতিতে তারা আরো বলেছে, বাংলাদেশে ক্ষমতার অপব্যবহারের সঙ্গে জড়িত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা যেন দেশের বাইরে শান্তি রক্ষা মিশনে অংশ না নিতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা ব্যর্থ হয়েছে। শুধু উচ্চপদস্থ কর্তকর্তাদের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয় যাচাইবাছাই করে জাতিসংঘ। একই ধরনের বিবৃতি দিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। তারা বলছে, র‍্যাব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতনসহ নানা খারাপ আচরণের অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বিরোধী রাজনীতিক, মানবাধিকারকর্মী, ভিন্নমতাবলম্বী ও প্রতিবাদকারীদের লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র যখন র‍্যাবের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিল, তখন তারা গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবার, মানবাধিকারকর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের হুমকি, ভয় দেখানো ও হয়রানি শুরু করে বলে খবর রয়েছে। র‍্যাব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে জাতিসংঘে র‍্যাব সদস্যদের শান্তিরক্ষা মিশনে নেওয়া স্থগিত রাখা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত মিশনে অংশগ্রহণকারীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনে সম্পৃক্ততা না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়, সে পর্যন্ত এটা স্থগিত রাখার পক্ষে অ্যামনেস্টি।

বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মী এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক নূর খান বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। আর সেটা বিবেচনা করেই ঢাকায় এই প্রস্তুতি সভা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো সেটা মাথায় রেখেই কথা বলছে। আমি ওই বিবৃতি পড়ে যেটুকু বুঝি বা মনে হয়েছে তা হলো তারা কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কথা বলছেনা। বাংলাদেশ নিয়েও কথা বলছেনা। তারা ব্যক্তি এবং ব্যক্তির মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে কথা বলছে। ''

তার কথায়, একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে আমরা দীর্ঘদিন ধরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় যুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার দাবি করে আসছি। তারা বলছে ওই ধরনের ব্যক্তিরা যেন জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যেতে না পারে সেটা আরো কঠোরভাবে স্ক্রিনিং করতে হবে। এটা তারা কোনো অন্যায় কথা বলছেনা। বাংলাদেশ সরকারও তো অপরাধে যুক্ত কোনো ব্যক্তিকে সরকারি চাকরি দেয়না।

আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মো. হুমায়ুন কবীর বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে উঁচু মান বজায় রাখে। এটার আরো উন্নয়ন হচ্ছে। যেমন সেক্সস এর বিষয়গুলো তারা আগে তেমন গুরুত্ব দিত না। এখন দিচ্ছে। যেহেতু মানবাধিকার, গণতন্ত্র বিষয়গুলো এখন নতুন করে আলোচনায় আসছে। এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে। তাই জাতিসংঘ তার শান্তিরক্ষা মিশনেও বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া শুরু করতে পারে। তবে সেটা কিন্তু ঢালাওভাবে নয়, পুরো দেশের জন্য নয়। সেটা হচ্ছে যারা এই ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকবে তাদের ব্যাপারে। এজন্য ব্যাকগ্রাউন্ড আরো ভালোভাবে পরীক্ষা করা। যাতে এই ধরনের ব্যক্তিরা শান্তি মিশনে না যেতে পারে। জাতিসংঘ এবং সরকারগুলো এটা চেক করে। তবে সেটা হয়তো আরো কঠোর হতে পারে। জাতিসংঘও আরো সতর্ক হতে পারে। তার কথায়, আমাদের দিক থেকেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের আরো বেশি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যাদের এধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তাদের যেন আমরা আগেই চিহ্নিত করে বাদ দিই। নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল(অব.) আব্দুর রশিদ বলেন, শান্তিরক্ষী নিয়োগে জাতিসংঘের নিয়ম আছে। সেই নিয়ম মেনেই তারা বিভিন্ন দেশ থেকে শান্তিরক্ষী নেয়। আন্তর্জাতিক যা পরিস্থিতি তাতে এই শান্তিরক্ষার কাজ একটি দুঃসাধ্য কাজ। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিদেশে যেখানে শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত আছেন সেখানে তারা মানবাধিকারে লঙ্ঘন করেছে কি না তা বিবেচনায় আনা যেতে পারে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা যেসব দেশে কাজ করেছেন সেখানে তারা ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছেন। এটা সারা বিশ্বে স্বীকৃত। আরেকটি বিষয় হলো, যেসব দেশে শান্তিরক্ষী লাগে সেই দেশ কোন দেশের শান্তিরক্ষী চায় সেটা তাদের অনুমোদন সাপেক্ষে হয়। বাংলাদেশ হচ্ছে এমন একটি দেশ যাদের শান্তিরক্ষীদের ব্যাপারে কোনো হোস্ট কান্ট্রি কখনো অসম্মতি জ্ঞাপন করেনি।

ইরানের ঋণ চা দিয়ে শোধ করবে শ্রীলঙ্কা

কোলম্বোঃ তেলে কেনা বাবদ ইরানের কাছে ২৫ কোটি ডলারের বকেয়া রয়েছে শ্রীলঙ্কার। ঋণ পরিশোধ করতে আগামী মাস থেকেই ইরানের সঙ্গে চা বিনিময় শুরু করতে প্রস্তুত শ্রীলঙ্কা।

দ্বীপরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা শুক্রবার রয়টার্সকে বলেন, অর্থনৈতিক সংকটে বিধ্বস্ত দেশ মূল বাজারে বিক্রি বাড়াতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার রক্ষা করতে এই পরিকল্পনা নিয়েছে।

২০১২ সালে আমদানি করা তেলের বিনিময়ের বিষয়টি নিয়ে ২০২১ সালে দুই দেশ সম্মত হয়েছিল। কিন্তু গত বছর শ্রীলঙ্কায় বিপুল পরিমাণ ডলারের ঘাটতির ফলে ভয়াবহ আর্থিক সংকট শুরু হয়। ফলে বিনিময় শুরু হতে দেরি হচ্ছে। শ্রীলঙ্কার চা বোর্ডের চেয়ারম্যান নীরজ ডি মেল রয়টার্সকে বলেছেন, ''এটি আমাদের জন্য সময়োপযোগী কারণ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে প্রবেশাধিকার পেয়েছি। ইরান ও শ্রীলঙ্কা উভয়েই ডলারের উপর নির্ভর না করে বাণিজ্য করতে পারে।''

তিনি বলেন, ''চুক্তিটি ছিল ৪৮ মাসের জন্য প্রতি মাসে ৫০ লাখ ডলার মূল্যের চা পাঠানোর তবে আমরা প্রতি মাসে প্রায় ২০ লাখ ডলার মূল্যের চা দিয়ে এটি শুরু করার পরিকল্পনা করছি।'' বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় সেইলন চা হলো শ্রীলঙ্কার সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ফসল। এই বিনিময়ের ফলে শ্রীলঙ্কার অতি প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। ইরানের কাছে সেইলন চা বিক্রি শ্রীলঙ্কান রুপিতে বন্দোবস্ত করা হবে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত বছর নগদ সংকটে থাকা দেশটিতে ১২৫ কোটি ডলার এনেছে এই চা।

শ্রীলঙ্কার অন্যতম প্রধান চা ক্রেতা ছিলো ইরান কিন্তু ২০১৮ সালের ১২৮ মিলিয়ন ডলার থেকে ২০২২ সালে ৭০ মিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে এই রপ্তানি। ইরানের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এই বাণিজ্যে প্রভাব ফেলেছে।

শ্রীলঙ্কার চায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখন সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) হয়ে ইরানে পাঠানো হয়। সরকারি তথ্য বলছে, পাঁচ বছর আগের তুলনায় গত বছর নিজেদের চা আমদানির পরিমাণ দ্বিগুণ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

রাষ্ট্রচালিত সেইলন পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিনিময় কর্মসূচির অধীনে যে তেল কিনেছিল, শ্রীলঙ্কার রপ্তানিকারকদের মাধ্যমে চা পাঠানোর জন্য টি বোর্ডকে অর্থ দেবে তারা।

নীরজ ডি মেল বলেন, ইরানি চা আমদানিকারকরা ন্যাশনাল ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানিকে রিয়াল দেবে। তার কথায়, ''আমরা চূড়ান্ত নথির জন্য অপেক্ষা করছি এবং জুলাই থেকে রপ্তানি শুরু হবে বলে আশা করছি।''

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে ২৯০ কোটি ডলারের বেলআউট সুরক্ষিত করার পরে শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মে মাসের শেষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫০ কোটি ডলারে, যা ১৪ মাসের সর্বোচ্চ। রেমিট্যান্স এবং পর্যটনও এই রিজার্ভ বাড়াতে সাহায্য করেছে, বলছেন বিশেষজ্ঞেরা ।

সীতার 'নাগরিকত্ব' নিয়ে নেপালে আদিপুরুষ বিতর্ক

কাঠমাণ্ডু ঃ রামায়ণের আধারে তৈরি আদিপুরুষ ছবি নিয়ে দেশজুড়ে নানা বিতর্ক। এবার তার জের নেপালেও।

প্রভাস অভিনীত আদিপুরুষ ছবিটি চুটিয়ে ব্যবসা করছে। কিন্তু একইসঙ্গে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। সম্প্রতি নেপালেও সেই বিতর্ক পৌঁছেছে। হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে নেপালের আদালতকে।

ঘটনার সূত্রপাত একটি সংলাপকে ঘিরে। সেখানে বলা হচ্ছে সীতা ভারতীয়। জনককন্যা সীতার জন্ম নেপালে বলে মনে করেন নেপালের একাংশের মানুষ। বস্তুত, সীতার জন্মস্থান বলে যে জায়গাটির উল্লেখ আছে রামায়ণে, তা নিয়ে ভারত এবং নেপালের মধ্যে বিতর্ক আছে। ভারত ওই জায়গা তাদের বলে দাবি করে। নেপাল তাদের মানচিত্রে জায়গাটি দেখায়। ফলে আদিপুরুষের ওই সংলাপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নেপালের জনগণ। কাঠমাণ্ডুর মেয়র স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ওই সংলাপ নেপালের সার্বভৌমত্বের বিরোধী। তাই তিনি ওই ছবি দেখাতে দেবেন না।

বিষয়টি আদালত পর্যন্ত যায়। স্থানীয় আদালত জানিয়েছে, সেন্সরবোর্ড যে ছবিকে ছাড়পত্র দিয়েছে, সে ছবির প্রদর্শন বন্ধ করা যায় না। কিন্তু কাঠমাণ্ডুর মেয়র জানিয়ে দিয়েছেন, কোনোভাবেই তিনি ওই ছবির প্রদর্শন করতে দেবেন না।

আদিপুরুষ নিয়ে আরো অভিযোগ আছে। ভারতেও তা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। অভিযোগ, ছবির বেশ কিছু সিন বিদেশি ছবি থেকে হুবুহু চুরি করা হয়েছে। ছবির নির্মাতার অবশ্য এই অভিযোগ স্বীকার করেননি।

এত বিতর্কের মধ্যেই প্রথম সপ্তাহে ১০০ কোটির উপর ব্যবসা করেছে আদিপুরুষ। তবে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচকেরা ছবিটিকে খুব বেশি নম্বর দেননি।

পঞ্চায়েত ভোটে হিংসা অব্যাহত, মৃত বেড়ে ১০

কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের বলি আরো একজন। শনিবার বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে মুর্শিদাবাদে। নির্বাচন ঘোষণার ১৬ দিনে প্রাণ গেল ১০ জনের।

পঞ্চায়েত ভোটের আবহে ফের মৃত্যু মুর্শিদাবাদে। বেলডাঙ্গায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে এক গ্রামবাসীর। পাটখেতে বিস্ফোরণে গুরুতর আহত আলিম শেখ মারা যান হাসপাতালে। গ্রামের অদূরে লোকচক্ষুর আড়ালে বোমা বাঁধা হচ্ছিল। সকাল সোয়া নয়টা নাগাদ প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হয়। পাটগাছে ঘেরা জায়গার মধ্যে অনেক বোমা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বম্ব স্কোয়াড এসে বোমা নিষ্ক্রিয় করে। কংগ্রেসের অভিযোগ, তৃণমূলের হয়ে বোমা বাঁধতে গিয়ে এই ঘটনা। শাসক দল অভিযোগ খারিজ করেছে।

শুক্রবার রাতে জেলার রানিনগরে তৃণমূল ও কংগ্রেসের সংঘর্ষ হয়। মুড়িমুড়কির মতো বোমা পড়ে। গুলি চালানোর অভিযোগও উঠেছে। এতে এক তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছেন। শাসক দল এই ঘটনার জন্য দায়ী করেছে কংগ্রেসকে।

নির্বাচন ঘোষণার পর এখনো পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। গত বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া জেলার আদ্রায় তৃণমূল টাউন সভাপতি ধনঞ্জয় চৌবেকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় শুক্রবার দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আবেদন অনুযায়ী ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২২ কোম্পানি আধাসেনা এসে পৌঁছেছে। উপদ্রুত ভাঙড়, দিনহাটাসহ বিভিন্ন এলাকায় জওয়ানরা পৌঁছে গিয়েছেন। শুরু হয়েছে রুটমার্চ। আদালতের নির্দেশে পরে মোট ৮২২ কোম্পানি বাহিনীর জন্য আবেদন জানিয়েছে কমিশন। আপাতত ৩১৫ কোম্পানি বাহিনী মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। আরো ৪৮৫ কোম্পানি বাহিনী চেয়ে কমিশন চিঠি দিয়েছে। কিন্তু এক দফায় ভোটগ্রহণের জন্য ৮২২ কোম্পানি বাহিনী অর্থাৎ ৮২ হাজার আধাসেনার ব্যবস্থা করা যে সমস্যার, সেটা আদালতকে কেন্দ্র জানিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জল্পনা চলছে, তা হলে কি একের বদলে একাধিক পর্যায়ে পঞ্চায়েত ভোট হবে। বিরোধীরা এমনটাই দাবি করছে। তেমন সম্ভাবনার কথা শুক্রবার খারিজ করেছে কমিশন। ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে এমনই বিপুল সংখ্যায় বাহিনী রাজ্যে এসেছিল। তবে নির্বাচন হয়েছিল তিন দফায়। এবারও কি সেই পরিস্থিতি হবে? নজর রয়েছে আদালতের দিকে।

এই বাহিনীকে পঞ্চায়েত ভোটের পরও রাজ্যে কিছুদিন রাখতে চায় বিরোধীরা। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্য জুড়ে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। নেতাকর্মীরা আক্রান্ত হওয়ায় বিজেপি আঙুল তুলেছিল শাসক তৃণমূলের দিকে। সেই নজির স্মরণ করিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের ফল বেরোনোর পর আরো ১৫ দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে মোতায়েনের দাবি তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুক্রবার শুভেন্দু দেখা করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে। তার নেতৃত্বে বিজেপির পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল দাবি করে, ভোটগ্রহণের সময় সব বুথ ও গণনার সময় কেন্দ্রে সশস্ত্র পুলিশ রাখতে হবে। কমিশন ও রাজ্য এই ভোটে আধাসেনা মোতায়েনের বিরোধিতা করেছে। তৃণমূলপন্থি পর্যবেক্ষক ভাস্কর সিংহরায় বলেন, ''যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যের হাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার। সেখানে বাহিনী পাঠানো সাংবিধানিক বলে মনে হয় না। রাজ্য পুলিশই নির্বিঘ্নে ভোট করাতে পারে।'' মনোনয়ন সংক্রান্ত নথি বিকৃতির মামলায় শুক্রবার কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। উলুবেড়িয়া ২ ব্লকের বিডিও বাম প্রার্থীদের মনোনয়নের নথি বিকৃত করে তা বাতিল করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিডিওর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। কমিশন এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায়। শুক্রবার বৃহত্তর বেঞ্চ সিবিআই তদন্তে সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছে। আগামী সোমবার মামলার পরের শুনানি।

পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসকের জয়ের হার বাড়ল। আগে কমিশন জানিয়েছিল, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৯.৪৮ শতাংশ আসনে কোনো প্রার্থী নেই। কিন্তু শুক্রবার কমিশনের হিসেব অনুযায়ী এই হার ১২.১৯ শতাংশ। গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৩ হাজার ২২৯টি আসনের মধ্যে ৮ হাজার দুইটি আসনে তৃণমূল বিনা ভোটে জিতেছে। পঞ্চায়েত সমিতির ৯৯১ ও জেলা পরিষদের ১৬টি আসনে ভোটের প্রয়োজন হবে না বিরোধী প্রার্থী না থাকায়। প্রবীণ সাংবাদিক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলেন, ''গতবারের থেকে এবার বিরোধীরা অনেক বেশি প্রস্তুত। তাই বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধ হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও এই প্রতিরোধে অংশ নিয়েছেন। তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে মনোনয়নের হিসেবে।''

উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁর এক তৃণমূল প্রার্থী মহিরুদ্দিন গাজির মনোনয়ন বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তিনি সৌদি আরবে থাকাকালীন মনোনয়নপত্র জমা করেন। এ নিয়ে বিরোধীরা আপত্তি তোলে। প্রার্থীর সশরীরে হাজির হয়ে বিডিও বা রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়ন দেয়ার কথা। ৪ জুন দেশের বাইরে চলে যাওয়া মহিরুদ্দিন কীভাবে নিয়ম মেনে মনোনয়ন দিলেন, এই প্রশ্ন ওঠায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি লড়তে পারবেন না। মনোনয়ন পর্বের নানা ঘটনাক্রম দেখে পর্যবেক্ষক অমল মুখোপাধ্যায় বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হিসেবে আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। অনেকেরই হয়। শাসক ভুলে যায়, গণতন্ত্রে বিরোধী দল থাকে। আবার বিরোধীরাও হিংসায় যুক্ত। তাই শাসক পক্ষের মানুষরাও মারা যাচ্ছে।''

সম্পাদকীয়

বন্দে মাতরমের জনক বঙ্কিম চন্দ্র

ভারত বর্ষে সাহিত্য জগতের দুই অমর নাম হলো রবীন্দ্র নাথ ও বঙ্কিম চন্দ্র।দুজনের লিখিত গান ভারতের জাতীয় সংগীত।জনগণমন অধিনায়ক লিখে রবীন্দ্রনাথ অমর হয়েছেন আর বন্দে মাতরম লিখে বঙ্কিম চন্দ্র অমর হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একজন কবি,লেখক,উপন্যাসিক, গদ্যকার ও সাংবাদিক ছিলেন।বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিলো ১৮৩৮ ক্রিস্টাব্দের ২৬শে জুনে উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁঠাল পাড়ায় যা কলকাতার নৌহাটির মধ্যে পড়ে।তিনি কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে ও হুগলী কলেজে পড়াশুনা করেন।তিনি প্রেসিডেন্ট কলেজের প্রথম গ্রাজুয়েট ব্যক্তি।তিনি পেশাতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ও কিছুদিন বাংলা সরকারে সচিবের পদে ও কাজ করেছিলেন।তিনি রায়বাহাদুর ও সি আই উপাধি পেয়েছিলেন।তিনি সাহিত্যিক আন্দোলন ও বাংলার পুনর্জাগরণের একজন সৈনিক ছিলেন।তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করতেন।তার প্রথম প্রকাশিত পুস্তকের নাম Ram mohans Wife যা তিনি ইংরেজিতে প্রকাশিত করেছিলেন।বঙ্কিম চন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস হলো দুর্গেশ নন্দিনী যা ১৮৬৫সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছিলো।তার দ্বিতীয় উপন্যাস কপালকুন্ডলা ১৮৬৬সালে প্রকাশিত হয়।১৮৭২সালে মাসিক বঙ্গ দর্শন প্রকাশিত হয়।বিশবৃক্ষ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৮৭৩সালে। তারপর কৃষ্ণকান্তের উইল প্রকাশিত হয়।বঙ্কিম চন্দ্রের অমর কীর্তি হলো আনন্দ মঠ যা প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে যেখানে ১৭৭৩ সালের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা উল্লেখ আছে।এই আনন্দ মঠেই রচিত হয় বন্দে মাতরম গান।সেই বন্দে মাতরম সন্ন্যাসীদের মহামন্ত্র ছিলো।এই আনন্দ মঠ থেকেই ভারতের বিপ্লবীরা পেয়েছিলো বন্দে মাতরম মহামন্ত্র।এই বন্দে মাতরম ছিলো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কারীদের শক্তি ও প্রেরণা। এই বন্দে মাতরম নাম উচ্চারণ করতে করতে ফাঁসি কাঠে ঝুলতো ও প্রাণ বিসর্জন দিতো স্বদেশিরা।ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এই বন্দে মাতরম গান কে জাতীয় সংগীত হিসাবে ভারতে মান্যতা দেওয়া হয়।আজ আমাদের দেশে এই বন্দে মাতরম গান খুবই সন্মান ও ভক্তির সাথে গাওয়া হয়।এই বন্দে মাতরম গান লিখে বঙ্কিম চন্দ্র অমর হয়ে আছেন ভারতবাসীর কাছে।বঙ্কিম চন্দ্রের সাথে একবার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দেখা হয়েছিলো।ঠাকুর রসিকতা করে তাকে বলেছিলেন, কি বঙ্কিম তুমি কার ভাবে বাঁকা হয়েছো।

উত্তরে বঙ্কিম চন্দ্র বলেছিলেন, সাহেবদের জুতোর চোটে।

ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জীবনের উদ্দেশ্য কি।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আহার,নিদ্রা ও মৈথুন।

ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, দূর শালা, যা দিনরাত চিন্তা করছো, তাই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,জীবনের উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বর লাভ।ঠাকুরের সাথে সাক্ষাতের পর বঙ্কিম চন্দ্রের চিন্তা ধারা বদলে গেছিলো। শেষের দিকে বঙ্কিম চন্দ্র কিছু ধর্ম বিষয়ক সাহিত্য রচনা করেন।এই মহান সাহিত্যিক ও সাহিত্য সম্রাট ১৮৮৪ সালের ৮ এপ্রিল এ দেহত্যাগ করেন।

জানা অজানা

একজন দোষ করলে সবাই দোষী হবে কেন?

ভারত একটি ধর্ম প্রধান দেশ।ধর্ম বলতে আমি আধ্যাত্মিকতা কে বলতে চাইছি।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,,,ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা এদেশের প্রাণ ও মেরুদণ্ড। তাই এ দেশে ধর্ম কে বাদ দিয়ে কিছুই করা যাবে না।এদেশের মানুষ ধর্মে জন্ম গ্রহন করে,ধর্মকে নিয়ে জীবন ধারণ করে আবার ধর্ম কে নিয়েই মারা যায়।যারা ধর্ম কে আফিম বলে ধর্ম কে ঘৃণা করে তারা এদেশে কিছুই করতে পারবে না।তাই স্বামীজী বললেন যেদিন ভারত ধর্ম কে পরিত্যাগ করবে সেদিন ভারতের মৃত্যু অবধারিত।ধর্মের রক্ষার জন্য ভারতে ভগবান অবতার রূপে বার বার এসেছেন যেমন, রাম,কৃষ্ণ,চৈতন্য ,রামকৃষ্ণ প্রমুখ।এসেছেন কত সাধক,ভক্ত মহাপুরুষ,মুনি ঋষি মহাত্মা।তাই স্বামীজী ভারত কে দেব ভূমি বললেন।ধর্মের নামে অনেক ভন্ড,প্রতারক, বাবাজীরা, নোংরা কাজ করে ও নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে তাতে কি ধর্মের দোষ।গঙ্গা জলে কেউ চান করে কেউ পূজা করে কেউ কাপড় কাচে তাতে গঙ্গার কি দোষ।আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম কোনো ধর্মকে ঘৃণা করে না,সকল ধর্মকে সত্য বলে মনে করে,শ্রদ্ধা ও সম্মান করে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্ম মতে ও পথে সাধনা করে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।আমাদের হিন্দু ধর্ম জোর করে কারো ধর্ম পরিবর্তন করে না,মসজিদ ও গির্জা কে ভেঙে মন্দির গড়ে না।হিন্দু তাই সহিষ্ণু,উদার ও শান্তিপ্রিয় সম্প্রদায়।তাই বলে হিন্দুদের উপর কেউ অত্যাচার করবে,হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু দেবদেবী ও মহাপুরুষ দের উপর অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করবে ,হাসি বিদ্রুপ করবে তাও কিন্তু ঠিক নয়। নিজের নিজের ধর্ম কে পালন করার ও রক্ষা করার অধিকার সবার আছে।একজন দোষ করলে সবাই দোষী হবে কেন।হিন্দু ধর্মের যদি কোনো একজন ব্যক্তি কোনো কারনে ভুল করে ও দোষ করে তাহলে পুরো হিন্দু সমাজ দায়ী হবে কেন।উদাহরন স্বরূপ নপুর শর্মার কথা বলতে পারি।তিনি ইসলাম ধর্ম গুরুর সমন্ধ্যে কিনা না বললেন তার জন্য পুরো দেশ বিদেশে বিরোধ হলো,কোথাও কোথাও দাঙ্গা ফাঁসাদ হলো,খুন খারাবি হলো,হিন্দুদের উপর টিকা টিপ্পনি হলো।কেন এমন হবে।নুপুর শর্মা কি হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি কিংবা সে কি হিন্দুদের অনুমতি নিয়ে সে কথা বলেছে।সে যা বলেছে সেটা তার ব্যক্তিগত মত।তার জন্য পুরো হিন্দু সমাজ দায়ী হবে কেন । যে দোষ করেছে তার সাজা হওয়া উচিত।তার জন্য পুরো হিন্দুদের উপ র অত্যাচার করা হবে,তাদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে,তাদের মা বোনদের ইজ্জ্যাত লুটে নেওয়া হবে,মন্দির ভেঙে দেওয়া হবে,হত্যা করা হবে কেন।এই ঘটনা নিরন্তর পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হচ্ছে।এমন কি আমাদের দেশেও হচ্ছে।তাই হিন্দু সহজ,সরল,ধর্ম সহিষ্ণু,উদার বলে তাদের যেন দুর্বল মনে করা না হয়।একজন দোষ করলে যেন সবাই কে শাস্তি দেওয়া না হয় এটা আমার অন্য ধর্মের লোকদের কাছে বিনম্র ও বিশেষ আবেদন,নিবেদন ও অনুরোধ।নিজের নিজের ধর্ম ও ধর্ম গুরু সবার কাছে প্রিয় ও সম্মানের।আমাদের হিন্দু ধর্ম ,ধর্ম গুরু ও দেবদেবীদের নিয়ে ও প্রায়ই অন্য ধর্মের লোক টিকা টিপ্পনি করে,নোংরা মন্তব্য করে কিন্তু সহনশীল হিন্দু কোনোদিন বিরোধ করে না,গর্জে উঠে না ও দাঙ্গা ফাঁসাদ লাগায় না।এটা আমাদের দুর্বলতা নয় মহানতা।তাই কোনো ধর্মের লোকেরই কোনো ধর্ম নিয়ে,কোনো ধর্ম গুরু কে নিয়ে ও কোনো দেব দেবীকে নিয়ে নিন্দা,উপহাস বা অপমান করা উচিত নয়।যদি কেউ করে তবে তারজন্য সে ব্যক্তিগত রূপে দায়ী তার জন্য পুরো সমাজ বা সম্প্রদায় দায়ী নয়।

ভুট্টো থেকে দিলীপ কুমার মধুবালার প্রেমে পাগল ছিলেন যত খ্যাতিমান পুরুষ

খুব কম লোকই জানেন যে জুলফিকার আলি ভুট্টোর পারিবারিক একটা বিলাসবহুল 'কোঠি' বা বাংলো ছিল মুম্বাইয়ের ওরলি সি ফেস এলাকায়।

সেটা ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সালের কথা, মি. ভুট্টো প্রায়ই ওই কোঠিতে থাকতেন। তার পুরো পরিবার অবশ্য আগেই পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল।

সেই সময়ে 'মুঘলএআজম' ছবির শুটিং চলছিল বোম্বে, এখনকার মুম্বাইতে।

রেহান ফজল
প্রাবন্ধিক

বলিউডের প্রখ্যাত সঙ্গীতকার নওশাদ সেই সময়ের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, ওই ছবিতে 'মোহে পনঘট পে নন্দলাল ছোড় গয়ো রে' গানটির শুটিং হচ্ছিল। মি. ভুট্টো ওই গানটি এবং মধুবালার প্রতি এতটাই অনুরক্ত ছিলেন যে তিনি প্রতিদিন এই গানের শুটিং দেখতে আসতেন।

কবার তো তিনি মধ্যাহ্নভোজের সময়ে মধুবালার সামনে তাঁর মনের কথা প্রকাশ করেই ফেললেন। মধুবালা কথাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তখন কেউ কল্পনাও করেনি যে একদিন জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবেন।

'মুঘলএআজম'এর নৃত্য পরিচালক লাচ্ছু মহারাজ এমন একজন নৃত্যশিল্পী চাইছিলেন, যিনি মুখের অভিব্যক্তি এবং হাতের ভঙ্গিমা দিয়েই গানের শব্দগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারবেন।

মধুবালা শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী ছিলেন না কিন্তু তিনি এই একটি মাত্র গানের জন্য খুব পরিশ্রম করেছিলেন। লাচ্ছু মহারাজ তাকে কয়েক মাস ধরে কথক শিখিয়েছিলেন।

'মুঘলএআজম'এর শুটিং দেখতে যে ভবিষ্যতের পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট মি. ভুট্টো একাই আসতেন তা নয়। ওই সিনেমার সেটে এসেছেন চীনের প্রধানমন্ত্রী চো. এন লাই, সৌদি আরবের শেখ সাউদ, পাকিস্তানের বিখ্যাত কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, বিখ্যাত ইতালীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা রবার্তো রোসেলিনি এবং ডক্টর জিভাগো আর লরেন্স অফ আরাবিয়ার পরিচালক ডেভিড লিন প্রমুখরাও।

অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন মধুবালা। বলা হয় যে তার প্রকাশিত কোনও ছবিই তার সৌন্দর্যের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি।

তাকে প্রায়ই হলিউড অভিনেত্রী মেরিলিন মনরোর সাথে তুলনা করা হত। দুজনের সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা হত সব জায়গাতেই।

দুজনেই মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মারা যান। মেরিলিন মনরো ১৯৬২তে, আর মধুবালা ১৯৬৯ সালে।

মধুবালা কখনই নিজেকে যৌনতার প্রতীক হিসাবে মেলে ধরেন নি। সংবাদমাধ্যম আর সাধারণ মানুষকে তার জীবন থেকে দূরেই রাখতেন তিনি, আর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন মেরিলিন মনরো। তার জীবনের মূল মন্ত্রই ছিল মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে চলা। আরও একটা বৈপরীত্য ছিল মধুবালা আর মনরোর মধ্যে।

ছবির সেটে সময়মতো আসার অভ্যাস ছিল মধুবালার। অনেক সময় তিনি পরিচালকের আগেও সেটে পৌঁছে যেতেন। অন্যদিকে দেরিতে আসার জন্য কুখ্যাত ছিলেন মেরিলিন মনরো।

মধুবালার দিন শুরু হতো ভোর পাঁচটায়।

নিয়মিত মুম্বাইয়ের কার্টার রোড সমুদ্র সৈকতে হাঁটতে যেতেন তিনি।

বিখ্যাত অভিনেতা প্রেমনাথ মধুবালাকে তার সকালের এলার্ম ঘড়ি বলে মনে করতেন। প্রতিদিন সকাল ছয়টায় মধুবালার ডাকে উঠে পড়তেন প্রেমনাথ, যাতে তিনি সময়মতো টেনিস খেলতে যেতে পারেন।

'ফিল্মফেয়ার' ম্যাগাজিন ১৯৫২ সালে, ভারতের সবচেয়ে সুন্দরী অভিনেত্রী কে তা জানতে একটি সমীক্ষা চালায়। নলিনী জয়বন্ত এই জরিপে প্রথম, নার্গিস ও বীণা রায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। মধুবালা চতুর্থ স্থান পেয়েছিলেন।

কিন্তু ১৯৯৩ সালে আরেকটি সমীক্ষা করা হয়, যেখানে প্রথম স্থান পান মধুবালা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিলেন নার্গিস ও মীনা কুমারী। ধীরে ধীরে পশ্চিমা বিশ্বেও মধুবালার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিদেশি ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদেও তার ছবি ছাপা হচ্ছিল। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ফ্রাঙ্ক কাপরা যখন ভারতে আসেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি মধুবালার জন্য হলিউডে কাজ করার পথ খুলে দিতে পারেন।

বিখ্যাত চলচ্চিত্র সাংবাদিক বি কে করঞ্জিয়া তার আত্মজীবনী 'কাউন্টিং মাই ব্লেসিংস'এ লিখেছেন, আমি যখন মধুবালার বাবা আতাউল্লাহ খানের কাছে হলিউডে যাওয়ার কথাটা তুললাম, তিনি মধুবালাকে হলিউডে পাঠাতে মানা করে দিলেন। প্রস্তাব নাকচ করার কারণটা ছিল যে মধুবালা ছুরি কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে অভ্যস্ত নন।

মধুবালার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে গিয়ে বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা মেহমুদের বোন ও অভিনেত্রী মীনু মমতাজ একবার বলেছিলেন, ওর গায়ের রং এত ফর্সা ছিল যে তিনি যদি পান খেতেন, তার লাল রংটা স্পষ্ট দেখা যেত গলা দিয়ে নীচের দিকে নামছে।

মধুবালার জন্ম দিল্লিতে, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ সালে। তার ছোটবেলার নাম ছিল মমতাজ জাহান বেগম।

মমতাজ তার ১১ ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন। মাত্র নয় বছর বয়সে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন তিনি। তার প্রথম ছবি ছিল 'বসন্ত'।

মুম্বাইতে ওই ছবিটি শেষ করার পর তিনি দিল্লিতে ফিরে আসেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই মুম্বাই থেকে অমিয় চক্রবর্তী মধুবালাকে ফোন করে জানান যে তিনি তাকে পরবর্তী ছবি 'জোয়ার ভাটা'তে নিতে চান।

মধুবালা মুম্বাই ফিরে যান কিন্তু কোনও এক কারণে তিনি 'জোয়ার ভাটা' ছবিতে কাজটা পান নি। সেই সময়েই মধুবালার বাবা মুম্বাইতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

নামকরা অভিনেত্রী দেবিকা রানী মধুবালার কঠোর পরিশ্রম দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

তিনিই তার নতুন নাম দেন মধুবালা।

মধুবালার পরিচিতি শুরু হয় ১৯৪৮ সালে 'সিঙ্গার' ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে, যদিও তার পার্ট ছিল একটা পার্শ্বচরিত্রের। ছবিটির নায়িকা ছিলেন সুরাইয়া।

ধীরে ধীরে মধুবালার খ্যাতি বাড়তে থাকে এবং তিনি নায়িকা হিসেবে অনেক ডাক পেতে থাকেন।

বিখ্যাত পরিচালক কিদার শর্মা তাকে রাজ কাপুরের বিপরীতে 'নীলকমল' ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ করেন।

'মহল' ছবি থেকেই নাম ছড়ায় মধুবালার

মধুবালাকে যে ছবিটি জাতীয় স্বীকৃতি দেয় তার নাম 'মহল'। এটি একটি অপূর্ণ প্রেমের গল্প যা এক জন্ম থেকে অন্য জন্ম পর্যন্ত চলতে থাকে।

লতা মঙ্গেশকর তার বেশ কয়েক বছর আগেই প্লেব্যাকের জগতে এসেছেন।

এই ছবিতে তার গাওয়া 'আয়েগা আনেওয়ালা' গানটি তাকে প্লেব্যাক জগতের শীর্ষে পৌঁছিয়ে দেয়।

ওই ছবির জন্যই প্রয়োজন ছিল এমন একজন নায়িকা, যিনি অসাধারণ সুন্দরী হবেন।

কামাল আমরোহি এই ছবির জন্য মধুবালাকে বেছে নিয়েছিলেন, যদিও তখনও পর্যন্ত সিনেমার জগতে তার যে খুব নামডাক

হয়েছিল, তা নয়।

প্রযোজক সংস্থা 'বোম্বে টকিজ' ওই চরিত্রে সুরাইয়াকে নেওয়ার কথা ভেবেছিল, কিন্তু কামাল আমরোহি মধুবালাকে নেওয়ার জন্য অনড় থাকেন।

তখন মধুবালার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। তার বিপরীতে নায়ক অশোক কুমারের বয়স ছিল দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩২ বছর।

মধুবালা পুরো ছবিটি প্রায় একাই টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেয়।

মধুবালার হৃদপিণ্ডে ছিদ্র ধরা পড়ল

হঠাৎ করেই মধুবালার স্বাস্থ্যের অবনতি শুরু হয় ১৯৫০ সালে।

চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান যে তার হৃদপিণ্ডে একটা ফুটো আছে। তখন ভারতে হার্টের অপারেশনকে কঠিন অপারেশন হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

মধুবালা তার অসুস্থতা সবার থেকে লুকিয়ে রেখে শুটিংয়ের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

মাদ্রাজ, বর্তমানের চেন্নাইতে 'বহুত দিন হুয়ে' ছবির শুটিং করার সময়ে হঠাৎই তার রক্ত বমি হয়। তার অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে নি।

অন্যদিকে 'মুঘলএআজম' ছবির জন্য অভিনেতা অভিনেত্রী বাছাই করছিলেন কে আসিফ। মধুবালার অসুস্থতার খবরে তার মাথায় প্রায় বাজ ভেঙ্গে পড়ার যোগাড় হয়েছিল।

সাংবাদিক রাজ কুমার কেশওয়ানি তার 'দাস্তানএমুঘলএআজম' বইতে লিখেছেন, 'পৃথ্বীরাজ কাপুর তখন একাধিক রোগের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। মধুবালাও হৃদরোগের কারণে নানা বিধিনিষেধের মধ্যে আটকিয়ে পড়েছিলেন।

চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ দীর্ঘ অংশে, মধুবালাকে ভারী লোহার শিকল পড়তে হয়েছিল।

ছবিটির একটি দৃশ্যে যখন কারাগারের ভেতরে মধুবালার লিপে গাওয়া গান 'বেকাস পে করম করিয়ে সরকারএ মদিনা'র শুটিং হবে, তখন চিকিৎসকদের কঠোর নির্দেশ ছিল যে কোনো অবস্থাতেই ওজন তোলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

কিন্তু মধুবালা সেই নিষেধ অমান্য করেই শুটিং চালিয়ে যান। মধুবালার শরীর না মানলেও কাজ বন্ধ করেন নি।

'মুঘলএআজম'এ নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য প্রথমে নার্গিসকে ডাকা হয়েছিল কিন্তু তিনি এই ছবিতে সই করতে অস্বীকার করেন। তখন তিনি রাজ কাপুরের ঘনিষ্ঠ শিবিরে ছিলেন আর দিলীপ কুমারের সঙ্গে তার কথাবার্তা বন্ধ ছিল। তারপরে নূতনকেও ওই ছবির প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনিও ওই ছবিতে অভিনয় করতে রাজি হননি।

মধুবালা যখন এই ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর।

ছবিটা শেষ করতে আট বছর লেগেছিল।

'মুঘলএআজম' ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি। হিন্দি, ইংরেজি ও তামিল তিনটি ভাষায় নির্মিত হয়েছিল ছবিটি।

প্রতিটি সংলাপ তিনটি ভাষায় রেকর্ড করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ছবিটির এত নেগেটিভ জমেছিল যে সেগুলো দিয়েই অন্তত তিনটি ছবি তৈরি করা যেতে পারত।

'মুঘলএআজম'এর সবথেকে জনপ্রিয় দৃশ্য ছিল যখন দিলীপ কুমার একটি পালক দিয়ে মধুবালার ঠোঁট স্পর্শ করেন।

সুভাষ ঘাই বলেছেন, কে আসিফ খুব সংবেদনশীলভাবে এই দৃশ্যটি শ্যুট করেছিলেন। যে কোনও চুম্বন দৃশ্যের চিত্রায়নের থেকে এই দৃশ্যটা অনেক বেশি কঠিন ছিল।

মহেশ ভাটের চোখে, এটি সম্ভবত ভারতীয় সিনেমার সবচেয়ে ইরোটিক দৃশ্য ছিল।

পরে, কে আসিফের স্ত্রী সিতারা দেবী একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, মুঘলএআজমের সেটে তখন একটা থমথমে পরিবেশ। দিলীপ কুমার এবং মধুবালা কেউ কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না। হঠাৎই একদিন চাপা অনুভূতিগুলি প্রকাশ্যে এসে যায় যখন একটি দৃশ্যে দিলীপ কুমার মধুবালার গালে এত জোরে চড় মেরেছিলেন যে সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

সবাই ভাবতে শুরু করেছে এরপর কী হবে? মধুবালা কি সেট থেকে বেরিয়ে যাবেন? শুটিং কি বাতিল হবে?

মধুবালা কিছু বলার আগেই পরিচালক আসিফ তাকে এক কোণে নিয়ে গিয়ে বলেন, আমি আজ খুব খুশি কারণ এটা তো স্পষ্ট হল যে সে এখনও তোমাকে ভালোবাসে। এরকমটা শুধুমাত্র একজন প্রেমিকই করতে পারে, জানিয়েছিলেন সিতারা দেবী।

'মুঘলএআজম'এ এত ভালো অভিনয় সত্ত্বেও মধুবালা সেবছর সেরা অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার পান নি। 'ঘুঙ্ঘট' ছবির জন্য সেবছর সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছিলেন বীণা রায়।

তার আত্মজীবনী 'দ্য সাবস্ট্যান্স অ্যান্ড দ্য শ্যাডো'এ দিলীপ কুমার লিখেছেন যে একজন শিল্পী এবং একজন নারী দুই হিসাবেই আমি মধুবালার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তিনি ভীষণই প্রাণবন্ত নারী ছিলেন। আমার মতো লাজুক ও অন্তর্মুখী লোকের সঙ্গেও আলাপ জমাতে তার কোনো সমস্যা হয়নি।

কিন্তু মধুবালার বাবা আতাউল্লাহ খানের জন্য ওই প্রেম কাহিনী বেশিদূর এগোতে পারেনি। মি. খানের মতামত ছিল যে দিলীপ কুমার মধুবালার থেকে অনেক বড়। মধুবালার জীবনী 'আই ওয়ান্ট টু লিভ - দ্য স্টোরি অফ মধুবালা'তে খাতিজা আকবর লিখেছেন, নয়া দৌড় ছবির শুটিংয়ের সময় দিলীপ কুমার এবং আতাউল্লাহ খানের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। ওই ছবিতে বি আর চোপড়া প্রথমে মধুবালাকে নায়িকা হিসেবে নেন। মি. চোপড়া যখন ছবির আউটডোর শুটিং করার পরিকল্পনা করছেন, তখন আতাউল্লাহ খান এতে তীব্র আপত্তি জানান।

বিআর চোপড়া শুধু যে মধুবালার বদলে বৈজয়ন্তীমালাকে নিয়ে নিলেন তা নয়, চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করার জন্য মধুবালার বিরুদ্ধে মামলাও করেছিলেন। পরে দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয় এবং মামলা তুলে নেওয়া হয়, লিখেছেন খাতিজা আকবর।

মধুবালার ছোট বোন মধুর ভূষণের কথায়, দিলীপ কুমার সাহেব একবার দিদিকে বলেন, চলো আমরা বিয়ে করে নিই। জবাবে মধুবালা বলেন, আমি অবশ্যই বিয়ে করব, তবে আগে তুমি আমার বাবাকে সরি বলো। কিন্তু দিলীপ কুমার তাতে রাজি হননি। আমার বোন এমনকি এটাও বলেছিল তাকে যে অন্তত বাড়ির ভেতরেই বাবাকে আলিঙ্গন করে বিষয়টা মিটিয়ে নিতে, সেটাও করতে রাজি হন নি দিলীপ কুমার। সেই থেকেই দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

মধুবালা যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে দিলীপ কুমার তাকে বিয়ে করবেন না, তখন তিনি কিশোর কুমারকে বিয়ে করেছিলেন। তার এটা প্রমাণ করার ছিল যে তিনি যে কোনও পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন। যদিও সেই সময়ে দুজনে একে অপরকে বিশেষ চিনতেন না। বিয়ের আগেই মধুবালার অসুস্থতার কথা জানতেন কিশোর কুমার। কিশোর কুমারের জীবনী 'কিশোর কুমার দ্য আল্টিমেট বায়োগ্রাফি'তে অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য এবং পার্থিব ধর মধুবালার ছোট বোন মধুরকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, ডাক্তার যখন কিশোরকে বললেন যে মধুবালার হাতে খুব বেশি দিন আর নেই, তখন তিনি তাকে কার্টার রোডের ফ্ল্যাটে সরিয়ে দেন, সঙ্গে একটি চালক সহ গাড়িও দিয়ে দেন তিনি। চার মাসে একবার মধুবালার সঙ্গে দেখা করতেন কিশোর কুমার। এমনকি মধুবালার ফোনও রিসিভ করতেন না গায়ক। তবে কিশোর কুমারের ছেলে অমিত কুমার এর ঠিক বিপরীত বয়ান দিয়েছেন মধুবালা আর তার বাবার সম্পর্ক নিয়ে।

এক সাক্ষাৎকারে অমিত কুমার বলেন, আমি দশ বছর বয়সে প্রথমবার মধুবালাকে দেখেছিলাম। আমার বাবা ব্রান্দ্রায় ফ্ল্যাট নিয়ে তার সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। ছুটির দিনে আমিও সেখানে থাকতাম। 'ঝুমরু'র সেটে যখন ওকে দেখতাম তখন ওকে দেখতে খুব সুন্দর লাগতো কিন্তু পরের দিকে তার শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

একটা সময়ে বান্দ্রায় একা থাকতে শুরু করেন মধুবালা। আমার বাবা প্রতিদিন তাকে দেখতে যেতেন। বাবাকে খেয়ে যাওয়ার জন্য জোর করতেন তিনি। এর ফলে আমার বাবাকে দুবার ডিনার করতে হত, একবার মধুবালার সঙ্গে আর একবার আমার মায়ের সঙ্গে, জানিয়েছিলেন অমিত কুমার।

সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক অনিল বিশ্বাস মনে করতেন যে মধুবালার থেকে মৃদুভাষী এবং মানুষকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আর কোনও নারীকে তিনি দেখেন নি।

বিখ্যাত সাংবাদিক বি কে করঞ্জিয়ার লেখায়, আমার এখনও মনে আছে মধুবালা কীভাবে আমার মেয়ে রতনের সঙ্গে কোয়েটা টেরেসে আমাদের ফ্ল্যাটে লুকোচুরি খেলতেন। একবার আমার মেয়ে মেডো স্ট্রিটের ক্রিম বান খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। পরের দিন, মধুবালার ড্রাইভার আমাদের বাড়িতে ক্রিম বানের একটি বিশাল বাক্স উপহার হিসাবে পোঁছিয়ে দিয়ে যায়।

দিলীপ কুমার যখন সায়রা বানুকে বিয়ে করতে চলেছেন, তখন মধুবালা দিলীপ কুমারকে একটি বার্তা পাঠান যে তিনি একবার দেখা করতে চান। মধুবালার শরীর তখন খুবই দুর্বল।

খুব নিচু স্বরে তিনি দিলীপ কুমারকে বললেন, আমার রাজকুমার তার রাজকন্যা খুঁজে পেয়েছে। আমি খুব খুশি।

মধুবালা তখন ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে মৃত্যুর দিন গুনছেন। বি কে করঞ্জিয়াই সম্ভবত শেষ ব্যক্তি, যার সঙ্গে মধুবালার দেখা হয়েছিল। মি. করঞ্জিয়া লিখেছেন, মধুবালাকে তখনও সুন্দর লাগছিল, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল এবং তার নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো ছিল। আমাকে দেখে তিনি হাসলেন। আমার হাতটা ধরলেন তিনি। আমরা চুপচাপ একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

নার্স আমাকে মাত্র পাঁচ মিনিট তার কাছে বসার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মধুবালা আমার হাত ছাড়তেই চাইছেন না। তার চোখ জলে ভরে উঠেছিল। আমি ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম আর দুহাতে ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলাম। তারপর আমি নীচু হয়ে ওর ঠান্ডা কপালে একটা চুমু দিলাম। আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিল, তাই এক ঝটকায় হাতটা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। নার্স ধীরে ধীরে মধুবালার ঘরের দরজা বন্ধ করে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। ফিসফিস করে বললেন, প্রার্থনা করো।

পরের দিন, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, তার ৩৬ তম জন্মদিনের ঠিক নয়দিন পরে মধুবালা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

সেদিন মাদ্রাজে শুটিং করছিলেন দিলীপ কুমার।

তিনি বোম্বে পৌঁছানোর আগেই মধুবালাকে সমাহিত করা হয়েছিল।

বিমানবন্দর থেকে সরাসরি কবরস্থানে গিয়েছিলেন দিলীপ কুমার।

মধুবালার কবরে একটা ফুল রেখে গিয়েছিলেন দিলীপ কুমার।

পাঠকের চিঠি

ভারত একটি ধর্ম প্রধান দেশ

ভারত একটি ধর্ম প্রধান দেশ।ধর্ম বলতে আমি আধ্যাত্মিক তা কে বলতে চাইছি।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,,,ধর্ম বা আধ্যাত্মিক তা এদেশের প্রাণ ও মেরুদণ্ড। তাই এ দেশে ধর্ম কে বাদ দিয়ে কিছুই করা যাবে না।এদেশের মানুষ ধর্মে জন্ম গ্রহন করে,ধর্মকে নিয়ে জীবন ধারণ করে আবার ধর্ম কে নিয়েই মারা যায়।যারা ধর্ম কে আফিম বলে ধর্ম কে ঘৃণা করে তারা এদেশে কিছুই করতে পারবে না।তাই স্বামীজী বললেন যেদিন ভারত ধর্ম কে পরিত্যাগ করবে সেদিন ভারতের মৃত্যু অবধারিত।ধর্মের রক্ষার জন্য ভারতে ভগবান অবতার রূপে বার বার এসেছেন যেমন, রাম,কৃষ্ণ,চৈতন্য ,রামকৃষ্ণ প্রমুখ।এসেছেন কত সাধক,ভক্ত মহাপুরুষ,মুনি ঋষি মহাত্মা।তাই স্বামীজী ভারত কে দেব ভূমি বললেন।ধর্মের নামে অনেক ভন্ড, প্রতারক, বাবাজীরা, নোংরা কাজ করে ও নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে তাতে কি ধর্মের দোষ।গঙ্গা জলে কেউ চান করে কেউ পূজা করে কেউ কাপড় কাচে তাতে গঙ্গার কি দোষ।আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম কোনো ধর্মকে ঘৃণা করে না,সকল ধর্মকে সত্য বলে মনে করে,শ্রদ্ধা ও সম্মান করে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্ম মতে ও পথে সাধনা করে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন,আমাদের হিন্দু ধর্ম জোর করে কারো ধর্ম পরিবর্তন করে না,মসজিদ ও গির্জা কে ভেঙে মন্দির গড়ে না।হিন্দু তাই সহিষ্ণু,উদার ও শান্তিপ্রিয় সম্প্রদায়।তাই বলে হিন্দুদের উপর কেউ অত্যাচার করবে,হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু দেবদেবী ও মহাপুরুদের উপর অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করবে হাসি বিদ্রুপ করবে তাও কিন্তু হিন্দু আর সহ্য করবে না। নিজের নিজের ধর্ম কে পালন করার ও রক্ষা করার অধিকার সবার আছে।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মাওবাদীর নাম করে টাকা চেয়ে হুমকি ভরা পোস্টারের ঘটনায় ১ টিউশন টিচার গ্রেপ্তার

জামশেদপুর ঃ পুলিশ সূত্রে জানা যায় মাওবাদীর নাম করে পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি সহ বিভিন্ন এলাকায় কোথাও টাকা চেয়ে আবার কোথাও প্রাণে মারার হুমকি ভরা পোস্টারের ঘটনায় শুক্রবার সন্ধ্যায় বাঘমুন্ডির ঘোড়াবাধা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নাম সাকতার আনসারি, বাবা আলিমুদ্দিন আনসারি, পেশায় টিউশন টিচার। শনিবার পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। উল্লেখ্য গত ১৪ ই জুন বাঘমুন্ডির বুড়দার বাসিন্দা বিজেপি নেতা রাকেশ মাহাতোকে হুমকি ভরা মাওবাদীর নামে পোস্টার ছড়ানো হয়েছিল। পরবর্তী সময় গত ২০ ই জুন কাশিটারের সপ্তম শ্রেণীর

ছাত্র রাকেশ মাহাতোর নামে পোস্টার পড়েছিল যেখানে লেখা ছিল ছেলে পেতে হলে পাঁচ লক্ষ টাকা লাগবে। এর আগে বাঘমুন্ডির প্রাক্তন বিধায়ক নেপাল মাহাতো এবং বলরামপুর বিধানসভার বিধায়ক বানেশ্বর মাহাতোর নামে টাকা চেয়ে হুমকি ভরা পোস্টার পড়েছিল। যার ফলে নেপাল মাহাতো ঝালদা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। এই নিয়ে এলাকার ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। পুলিশ তদন্তে নেমেছিল। শেষমেষ সফলতা পেল। শুক্রবার সন্ধ্যায় ১ জনকে গ্রেফতার করে শনিবার আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত হয়। এই ঘটনার সাথে আরও কে কে জড়িয়ে আছে তা খতিয়ে দেখছেন ঝালদা থানার থানার পুলিশ।

গত ত্রিশ বছরে বরাক উপত্যকার জনসংখ্যা কমে গেছে কি এই প্রশ্ন উত্থাপন করে ডিলিমিটেশনে দুটি কেন্দ্র বিলুপ্তি কেন বলে জিজ্ঞাসা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার

এবার রাজ্যের ১৪ টি আসন কম পড়ছে কংগ্রেস সহ বিরোধী মিত্র জোটের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে প্রায় ৩০ বছর পর লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অথচ এই ডিলিমিটেশনের খসড়ায় বরাক উপত্যকার সহ শিবসাগর ইত্যাদি স্থানে কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বরাক উপত্যকায় দুটি বিধানসভা কেন্দ্র হ্রাস করা হয়েছে। গত ৩০ বছরে বরাক উপত্যকার জনসংখ্যা কমে গেছে কি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। একইভাবে শিবসাগরে একটি বিধানসভা কেন্দ্র কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। একমাত্র বিজেপির স্বার্থ পূরণের জন্যই এই ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে বলে অভিযোগ জানান তিনি।

প্রসঙ্গত ডিলিমিটেশনের খসড়ায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বরাক উপত্যকায় দুটি বিধানসভা কেন্দ্র কর্তন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে সারা বরাক উপত্যকা জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন দল সংগঠন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেছে। এমনকি শাসক দল বিজেপির অন্দরমহলে এই সংক্রান্তে চাপা মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই খসড়াটার বিরুদ্ধে সর্বাধিক তৎপর হয়ে উঠেছে বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ। ইদানিং এই দলের তিনজন বিধায়ক ঐক্যবদ্ধভাবে হাইলাকান্দি জেলায় ব্যাপক প্রতিবাদ কার্যসূচি পালন করেছেন। এআইইউডিএফ বিধায়কদের নেতৃত্বে আযোজিত প্রতিবাদী কার্যসূচি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং মন্ত্রী অশোক সিংহলের কুশপুতুল দাহ করা হয়েছে। ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ায় এআইইউডিএফ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দলীয় নেতারা অভিযোগ উত্থাপন করেছে। ফলে শুক্রবার বরপেটার কলগাছিয়াতে বরাক উপত্যকার অনুরূপ প্রতিবাদী কার্যসূচি পালন করা হয়েছে। এদিনও এআইইউডিএফ এর নেতাকর্মীরা ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী অশোক সিংহলের কুশপুতুল দাহ করেছেন।

তবে শুধুমাত্র এআইইউডিএফ নয়, কংগ্রেস সহ ১২ টি রাজনৈতিক দলের মিত্র জোট ডিলিমিটেশনের খসড়ার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছে। গতকাল গুয়াহাটি মহানগরের এক হোটেলে আযোজিত এই মিত্র জোটের বৈঠকে ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে তৎপর ছিল উপস্থিত প্রতিটি রাজনৈতিক দল। অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বারংবার এক্ষেত্রে বরাক উপত্যকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান এই বারোটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা আগামী ২, ৩ জুলাই বরাক উপত্যকা সফর করে ডিলিমিটেশনের খসড়ায় দুটি কেন্দ্রের বিলুপ্তি নিয়ে সাধারণ জনতার সঙ্গে কথা বলবেন। তাছাড়া আলোচনা করা হবে বরাকের বিভিন্ন দল সংগঠনের সাথে। ৩০ বছর পর শুরু হওয়া ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ায় কিভাবে দুইটি বিধানসভা কেন্দ্র কর্তন করা হয়েছে সেই যুক্তি বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। কংগ্রেস সভাপতি বলেন গত ৩০ বছরে বরাক উপত্যকার জনসংখ্যা কমে গেলে সেটা ভিন্ন বিষয় ছিল। কিন্তু সেটা তো হয়নি। তাহলে কেন ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ায় বরাকের দুটি কেন্দ্র বিলুক্তি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তার জবাব চাই বলে উল্লেখ করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন শুধুমাত্র বরাক উপত্যকা নয় শিবসাগরের একটি কেন্দ্র একইভাবে কর্তন করা হয়েছে। বিরোধী মিত্র জোটের প্রতিনিধিরা আগামী ৩০ জন শিবসাগরে উপস্থিত হয়ে সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন দল সংগঠনের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানালেন তিনি।

অন্যদিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বারোটি দলের মিত্র জোটের রাজ্যের ১৪ টি আসন কম পড়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন মিত্র জোটের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের একটি করে লোকসভা আসনের দাবি রয়েছে। ফলে অসমের ১৪ টি আসনই বর্তমান তাদের জন্য কম পড়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ভুপেন বরা বলেন তবে মিত্র জোটের পরবর্তী পর্যায়ের বৈঠকে আসন নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। প্রযোজন অনুসারে বিভিন্ন দলে রাজ্যের লোকসভা আসন গুলো ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি।

সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছেন বদরুদ্দিন আজমল অভিযোগ ভূপেন বরার

দিহবের দরজা দিয়ে মোদি বিরোধী ঐক্যমঞ্চে প্রবেশের প্রচেষ্টা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পাটনায় আয়োজিত মোদি বিরোধী ঐক্যমঞ্চে অংশগ্রহণ করার নিমন্ত্রণ পাননি এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমল। এখন লোক লজ্জায় মিথ্যা কথা বলছেন তিনি। এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন প্রথম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন বিরোধী ঐক্যমঞ্চের বৈঠক সংক্রান্তে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছেন বদরুদ্দিন আজমল। এআইইউডিএফ সুপ্রিমো এই বৈঠক সম্পর্কে বহু বড় বড় কথা বলেছেন। এখন মঞ্চে উপবিষ্ট হয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে হাতে হাত ধরে মোদি বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হবেন বলেও ঘোষণা করেছিলেন। অথচ বৈঠকের জন্য নিমন্ত্রণ না পেয়ে অবশেষে পিছনের দরজা দিয়ে মোদি বিরোধী ঐক্যমঞ্চে প্রবেশের প্রচেষ্টা করেছেন বদরুদ্দিন আজমল। এমনকি পরবর্তী পর্যায়ে তাকে কিংবা এআইইউডিএফকে মোদি বিরোধী ঐক্যমঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হবে না বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

উল্লেখ্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের উদ্যোগে পাটনায় আযোজিত মোদি বিরোধী ঐক্যমঞ্চে দেশের প্রায় ১৭ টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তবে এই বৈঠকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পাবেন বলে আশায় ছিলেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল। কিন্তু শেষ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোনো ধরনের নিমন্ত্রণ না পেয়ে অবশেষে বৈঠকে যোগদান করতে পারেননি তিনি। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ এর মধ্যে তীব্র বাক বিতন্ডার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা এক্ষেত্রে আজমলের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করার পাশাপাশি তাকে মিথ্যুক বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই বৈঠক সংক্রান্ত নিজের স্থিতি স্পষ্ট করেছেন এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমল। তিনি

বলেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এবং উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি তেজস্বী যাদব দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। এমনকি তিনি লন্ডন থাকা সময়ে দুজনই তাকে ফোন করেছিলেন বলেও জানান আজমল। এর ফলে ২৩ জুনের বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল এআইইউডিএফ। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাকে বলা হয়েছে যে যেহেতু এই বৈঠকে বড় বড় রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ফলে এবার এই বৈঠকে তার অংশগ্রহণের প্রযোজনীয়তা নেই। তবে পরবর্তীকালে এক অথবা দুজন সংসদ থাকা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হবেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। সেই সময় এআইইউডিএফকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে নীতিশ কুমারের তরফে তাকে জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

তবে শুধুমাত্র বদরুদ্দিন আজমল নন, এআইইউডিএফ এর বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র এবং বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া প্রায় একই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী সম্প্রতি গুয়াহাটি মহানগরে এসে উপস্থিত হয়ে বিহারের আরজেডি বিধায়কের নেতৃত্বে আরজেডি জেডিইউ এর চারজনের একটি প্রতিনিধি দল তাদের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছে। পরবর্তীকালের বৈঠকের জন্য এআইইউডিএফকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলেও বিহারের এই প্রতিনিধি দলটি তাদের জানিয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেছেন দুজন বিধায়ক। দুই পক্ষের আলোচনা ইতিমধ্যে বহুদূর এগিয়ে গেছে। তবে এক্ষেত্রে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। তবে অতি শীঘ্র এক্ষেত্রে আলোচনা চূড়ান্ত রূপ পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন এআইইউডিএফ এর বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র এবং বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া।

রবিবার থেকে আবার চালু হবে পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র,আশা কর্মকর্তাদের

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র রবিবার সকাল থেকে আবার চালু হবে বলে আশা করছেন কর্মকর্তারা। বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেডের (বিসিপিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকৌশলী এ এম খোরশেদুল আলম বলেন, আশা করছি আমরা ২৫ জুন সকালে প্ল্যান্টের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করতে পারবো।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এবং চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি)-এর যৌথ উদ্যোগ হলো বিসিপিসিএল। এই কোম্পানিটি ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার পায়রা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মালিক ও অপারেটর। কয়লা সংকটের কারণে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উৎপাদন বন্ধ হওয়ার ১৮ দিন পর, শুক্রবার (২৩ জুন) ৪১ হাজার ৩২৭ মেট্রিক টন কয়লা বহনকারী একটি জাহাজ পায়রা বন্দরে এসে পৌঁছায়। আগামী জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে আরো চারটি কয়লাবাহী জাহাজ পায়রায় পৌঁছাবে বলে বিদ্যুৎকেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে। কয়লা সংকটের কারণে গত ৫ জুন বাংলাদেশের পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

বনশঙ্কা পঞ্চায়েতে প্রচারে শতাব্দী রায়

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ শনিবার সকালে সিউড়ি দুইনং ব্লকের কোমা গ্রামপঞ্চায়েতের কোমা গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার শুরু করেন বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় । দুপুরে বনশঙ্কা গ্রামপঞ্চায়েতের বনশঙ্কা গ্রামে শতাব্দী রায় প্রচার করেন । শতাব্দী রায় বলেন, একশো ভাগের একশোভাগ কাজ করা যায় না । যারা করেছে বলে তারা মিথ্যা কথা বলে । ভালোবাসা যখন ফেরত দিতে হয় তখন সেটা হয় ভোটবাক্সে । তৃণমূল নেতারা সারাবছর আপনাদের পাশে থাকে । সিউড়ি দুইনং ব্লক তৃণমূল সভাপতি নুরুল ইসলাম বলেন, বাম শাসনের চৌত্রিশ বছরে শোষণ হয়েছে মানুষে মানুষে হানাহানি হয়েছে বনশঙ্কা পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ তা দেখেছে তাই বাম প্রার্থীকে কেউ ভোট দেবে না । সাইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক নীলাবতী সাহা উপস্থিত ছিলেন ।

ইডি তলব মানেই দোষী নয় ঃ শতাব্দী

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ রবিবার সকালে সিউড়ি একনং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের ব্রজেরগ্রাম কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার শুরু করেন বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, ইডি তলব করা মানেই দোষী নয় । সবাই অপরাধী প্রমাণ হয় নি তো । রেলে যত স্টাফ থাকা দরকার তত লোক নেই । বীরভূম জেলার তিরিশ নেতা কর্মীকে তৃনমূলের সাসপেন্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিদ্রোহ করে নির্দল হয় দলের সিদ্ধান্ত তাদের আর ফেরানো হবে না । রাজ্যপাল প্রসঙ্গে সাংসদ বলেন, রাজ্যপালের প্রচুর কাজ । পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের বেশি কাজ । নিজের ও বিজেপির কাজ রয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার প্রসঙ্গে সাংসদ বলেন, জ্যোতি বসু বাড়ী থেকে বেরোতেন না । মুখ্যমন্ত্রী সিস্টেম পাল্টিয়েছেন । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে হবে মমতা ব্যানার্জী সেইরকমই মুখ্যমন্ত্রী ।

জেলা আইনি পরিষেবা কতৃপক্ষের উদ্যোগে বাড়ী ফেরানো

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ঈদের সময়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আর বাড়ী ফেরে নি । রবিবার বীরভূম জেলা আইনি পরিষেবা কতৃপক্ষের উদ্যোগে তাকে বাড়ী উদ্দেশ্য পাঠানো হলো । আইনি পরিষেবা কতৃপক্ষের সচিব শেখ রুখুমুদ্দিন বলেন, খবর পায় একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে উদ্ধার করি । একটা দুর্ঘটনার পর তার মাথার গন্ডগোল হয় । এখন বাড়ী ফিরতে চাইছে । নিজের নাম শেখ মিরাজ এবং বাড়ী আরামবাগ বলেছে । আমরা চেতনাসাথী গাড়ী সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে বাড়ীর উদ্দেশ্যে পাঠালাম । ওখানকার স্থানীয় থানায় বলা হয়েছে ।

বীরভূমে তৃনমূলের বহিষ্কার তিরিশ নেতাকর্মী

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ তৃনমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তারপরেও নির্দল প্রার্থী হয়ে পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে । তাই এবার সেইসব নেতা কর্মীদের বহিস্কার করলো তৃণমূল । রবিবার বোলপুরে তৃণমূল দলীয় কার্যালয় থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে জেলার বহিস্কৃত নেতা কর্মীদের নামের তালিকা প্রকাশ করেন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী এবং অভিজিৎ সিংহ । খয়রাশোল ব্লকের উনিশ,মুরারই একনং ব্লকের সাত,সিউড়ি একনং ব্লকের এক,রাজনগর ব্লকের এক, রামপুরহাট দুইনং ব্লকের এক এবং দুবরাজপুর ব্লকের একজন নেতাকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে তৃনমূলসূত্রে জানা গিয়েছে । বহিস্কৃত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দল বিরোধী কাজ করার অভিযোগ উঠেছে ।

পঞ্চায়েত ভোট প্রচারে বিক্ষোভের মুখে সাংসদ শতাব্দী রায়

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ যেন পিছু ছাড়ছে না বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়কে । পঁচিশে জুন রবিবার সকালে কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের ব্রজেরগ্রাম কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন শতাব্দী । তারপর তিনি নগরী গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় প্রচারে যান । সিউড়ি একনং ব্লকের নগরী পঞ্চায়েতের বড়গ্রামে ভোট প্রচারে এলে সাংসদ শতাব্দী রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা । গ্রামবাসীদের অভিযোগ তারা এখনো জলের সুবিধা পাচ্ছে না,অনেকে বাড়ি না পাওয়ায় বর্ষাকালে বহু বাড়িতে জল পড়ছে । মেলে নি ত্রিপল পঞ্চায়েতে জানিয়ে কোনো সুরাহা হয় নি অভিযোগ গ্রামবাসীদের । তাই সাংসদ শতাব্দী রায়কে কাছে পেয়ে ক্ষোভ উপরে দেয় গ্রামবাসীরা । গ্রামবাসীদের দাবি তাদের যে মেন রাস্তা সেই রাস্তা বর্তমানে বেহাল অবস্থা সেই রাস্তা মেরামত করার জন্য সাংসদ শতাব্দী রায়কে লিখিত আবেদনপত্র জমা দেয় গ্রামবাসীরা । সবিতা বাউড়ী বলে, বাড়ী পাই নি ত্রিপল পর্যন্ত পাই নি । পরিবারের সাতজন লোক । পাইপ বসেছে জল পাই নি । তপন বাদ্যকর বলে, ঝড়ো করমশাল থেকে সিউড়ি দুমকা পর্যন্ত রাস্তা দীর্ঘ চল্লিশ বছর সংস্কার হয় নি । গ্রামবাসীদের রাস্তা সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিনের । সাংসদকে লিখিত আবেদন করলাম । রাস্তা হলে সবাই তৃনমূলের উন্নয়নে ভোট দেবো নাহলে পরের ভোটে (২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন) ভোট বয়কট করবো । নমিতা বাউড়ী বলে, ড্রেন পরিস্কার করা হোক নাহলে তিরিশ চল্লিশটা ঘর ভেসে যাবে । সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, ত্রিপল দিতে বলে দিয়েছি । রাস্তার নদীর ব্রীজ জানতে হবে এস্টিমেট দেক যদি সেটা আমার কাছে থাকে তাহলে করে দেবো ।

স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ক্যাথরিন পোলার্ড, নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা

ঢাকা ঃ জাতিসংঘের ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি, পলিসি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ক্যাথরিন পোলার্ড ২৪ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাক্ষাৎকালে তারা নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা, রোহিঙ্গা ইস্যু, সংসদ অধিবেশন এবং শান্তি মিশনে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করেন। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি আরো বলেন, শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় একটি পরিবারের স্বামীস্ত্রী উভয়ের যৌথ নামে একটি বাড়ি প্রদান করা হচ্ছে যার ফলে নারীদের অধিকার সুরক্ষিত হচ্ছে।সরকার গর্ভবতী ও স্তনদানকারী মায়েদের জন্য নগদ ভাতা প্রদান করছে, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করেছে যা দেশের চরম দারিদ্র্যের হার হ্রাস করছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্পিকার বলেছেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নারীরা দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের ও উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা উল্লেখ করেন ক্যাথরিন পোলার্ড। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের সাফল্যের প্রশংসা করেন তিনি।

রবিনসনের ঘটনায় পন্টিংহেইডেনদের জবাব দিলেন ব্রড

পর্থ ঃ বেশ লম্বা সময় অস্ট্রেলিয়ানদের চোখে 'খলনায়ক' ছিলেন স্টুয়ার্ট ব্রড। ২০১৩ সালের অ্যাশেজে ক্যাচ আউট হওয়ার পরও 'ওয়াক' না করার কারণে ব্রড পেয়েছিলেন এমন খেতাব। অথচ এজবাস্টন টেস্টের পর অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম এখন ওলি রবিনসনকে বলছে 'এক নম্বর খলনায়ক'। ব্যাপারটি নিয়ে নিজের 'হতাশা'ও প্রকাশ করেছেন ব্রড। এবার অবশ্য রবিনসনের হয়ে কথাও বললেন তিনি। সতীর্থকে নিয়ে রিকি পন্টিং, ম্যাথু হেইডেনদের করা সমালোচনারও জবাব দিয়েছেন তিনি।

এজবাস্টনে উসমান খাজাকে প্রথম ইনিংসে আউট করার পর দুচারটি কথা শুনিয়েছিলেন রবিনসন। এরপর সংবাদ সম্মেলনে এসে সেটির পক্ষে কথা বলতে গিয়ে সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের নামও টেনে এনেছিলেন রবিনসন। পন্টিং তো সেটির জবাব দিয়েছেনই, হেইডেনও রবিনসনকে বলেছিলেন 'বিস্মৃত ক্রিকেটার'। কেন ব্যাপারটি নিয়ে এমন প্রতিক্রিয়া দেখানো হচ্ছে, ব্রড বুঝতে পারছেন না সেটিই। ডেইলি মেইলে লেখা এক কলামে ইংলিশ পেসার বলেছেন, 'মাঠে উসমান খাজা ও ওলি রবিনসনের মধ্যে ওই ঘটনার পর যা হওয়ার কথা ছিল, সত্যি বলতে কি এর চেয়ে অনেক বেশি কথা হয়েছে। দিনশেষে খাজাকে প্রথম ইনিংসে আউট করার পর রবিনসনের দেখানো প্রতিক্রিয়ায় আইসিসির কোনো সমস্যা হয়নি। আর ম্যাথু হেইডেনের তাকে অপমান করে বলা কথাও পছন্দ হয়নি আমার। টেস্টে বেশ কিছুদিন খেলার পর ওলির গড় ২১, অনেকটা গ্লেন ম্যাকগ্রার মতো করেই বোলিং করে সে।'

অবশ্য রিকি পন্টিংয়ের মন্তব্য নিয়ে ব্রড লিখেছেন, 'রিকি পন্টিংও এতে একটু অংশ নিয়েছে, কারণ রবো তার নামটি টেনে এনেছিল সংবাদ সম্মেলনে। কিন্তু রিকি অনেক স্লেজিং করত, এমন ভেবে কিন্তু সে এটি করেনি। ওলির মাথা একটু ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হিসেবে রিকি পন্টিংয়ের কথাই তার মাথায় এসেছিল। আর তার (পন্টিংয়ের) দলের ক্রিকেটাররা যে খুব একটা লাজুক ছিল, তাও কিন্তু নয়। ফলে এ নিয়ে যে হইচই হচ্ছে, তাতে আমরা বিস্মিতই হয়েছি।'

মাঠে প্রতিপক্ষ হলেও মাঠের বাইরে অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ভালো, ব্রড মনে করিয়ে দিয়েছেন সেটিও, 'হ্যাঁ, মাঠে আবেগ ছিল একটু। তবে এর বাইরে প্যাভিলিয়ন করিডরে অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে, একই রুমে খেয়েছি, ভালো একটি সপ্তাহ উপভোগ করছি। যখনোই বৃষ্টিবিরতি ছিল, সবাই সবার সঙ্গে কথা বলছিল।' আরেকটি ব্যাপার১০ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় কি আমাকে নিয়ে বানানো টিশার্ট বিক্রি হয়নি, যেগুলোতে গালিগালাজ ছিল? এখন একটু উল্টো ঘটেছে বলে সবাই তেড়ে আসছে? হচ্ছেটা কী আসলে?

অ্যাশেজে স্বাভাবিকভাবেই একটি বড় প্রসঙ্গ স্লেজিং। মাঠের বাইরে কথার লড়াইও জমে ওঠে বেশ। কিন্তু ব্রডের মনে হচ্ছে, এ ঘটনাটি এত বড় হওয়ার কথা নয়, 'আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে, এটিকেই বড় একটা ঘটনা বানানো হলো। অথচ আমার খেলা নয়টি অ্যাশেজ সিরিজের মধ্যে সবচেয়ে কম কথার প্রথম টেস্ট হয়তো এটিই ছিল।'

অস্ট্রেলিয়ানদের দিক থেকে 'স্লেজিং' বা এমন প্রতিক্রিয়া অবশ্য ব্রডের দিকে কম ধেয়ে আসেনি। এবার একজন অস্ট্রেলিয়ানকে একজন ইংলিশ স্লেজিং করেছেন বলেই ব্যাপারটি এমন করে দেখা হচ্ছে কি না, সে প্রশ্নও তুলেছেন টেস্টে ৫৮৮টি উইকেটের মালিক, 'আরেকটি ব্যাপার১০ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় কি আমাকে নিয়ে বানানো টিশার্ট বিক্রি হয়নি, যেগুলোতে গালিগালাজ ছিল? এখন একটু উল্টো ঘটেছে বলে সবাই তেড়ে আসছে? হচ্ছেটা কী আসলে? আমার ধারণা, দ্রুতই এটি মিলিয়ে যাবে। কারণ, দুটি দলের মধ্যে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। ফলে এটিকে একটু অপ্রাসঙ্গিকই মনে হচ্ছে।'

এজবাস্টনে ২ উইকেটে হারা ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টে লর্ডসে নামবে ২৮ জুন। প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের খেলার ধরনের সমালোচনার পর দ্বিতীয় টেস্টে কী হতে যাচ্ছে, ব্রড সেটি লিখেছেন এভাবে, 'বার্মিংহামে অ্যাশেজে ১-০ লিড নেওয়ার খুব কাছে গিয়েছিলাম। তবে লর্ডসে পিছিয়ে থেকেই যাচ্ছি। এ সপ্তাহে আমরা ভিন্ন কী করব? আরও আক্রমণ করব।'

সেটি কীভাবে সম্ভব, ব্রড ব্যাখ্যা করেছেন সেটিও, 'যেভাবে এ ইংল্যান্ড দল খেলে। এরপর লোকে হয়তো প্রশ্ন করবে এটি সম্ভব কি না। তবে সেখানে আউটফিল্ড দ্রুতগতির। ফলে আমরা আরও বেশি বাউন্ডারি মারব। আশা করি, পিচ আরেকটু ট্রু হবে, যাতে আমরা বলের লাইনে গিয়ে খেলতে পারি। আর বোলিংয়ের সময় স্লিপ ফিল্ডারদের সঙ্গে ন্যায্য কিছু করতে পারি।'

আর্চারের বাউন্সার স্মিথের কাছে ছিল এক ডজন বিয়ারের মতো

পর্থ (ওয়েবডেস্ক) ঃ অ্যাশেজে এজবাস্টনের পর এবার লর্ডসের রোমাঞ্চের অপেক্ষা। ২ উইকেটে স্মরণীয় জয় পেলেও অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের দুই স্তম্ভ স্টিভেন স্মিথ ও মারনাস লাবুশেন প্রথম টেস্টে নিষ্প্রভই ছিলেন। লর্ডসে তাই স্মিথদের ওপর বাড়তি নজর থাকতেই পারে। কিন্তু ক্রিকেটের ঐতিহাসিক এ ভেন্যুতে স্মিথের ফেরা বাড়তি এক কারণেও তাৎপর্যপূর্ণ। চার বছর আগে এ মাঠেই যে রীতিমতো ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন এ ব্যাটসম্যান! ৮০ রানে ব্যাটিং করার সময় জফরা আর্চারের বাউন্সারে মাথার পেছনের দিকে আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন স্মিথ। কিছুক্ষণ সেভাবেই পড়ে ছিলেন তিনি। এরপর উঠে দাঁড়ালেও আর খেলা চালাননি তখন। সে বাউন্সার নিয়ে লিজেন্ড অব দ্য অ্যাশেজ পডকাস্টে স্মিথ বলেছেন, 'কঠিন একটা সময় যাচ্ছিল ম্যাচে। হাতে একটা আঘাত পেলাম, পুল শটে কয়েকটি টপএজ হলেও বেঁচে যাই। কয়েকটি গ্যাপে খেলেছিলাম। এরপর মাথার পেছনে এসে লাগল একটা (বাউন্সার), বেশ ভালোই লেগেছিল। তবে তখন তো বুঝিনি কনকাশন হচ্ছে। উঠে গিয়ে সব রকম পরীক্ষা করা হয়েছিল, সবই ঠিকঠাক ছিল।' সে ইনিংসে পরের উইকেট পড়ার পর আবার নেমেছিলেন স্মিথ, ৮৮ রানে শেষ পর্যন্ত অলআউট হন। কিন্তু কনকাশনের কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে আর খেলতে পারেননি। আর্চারের সে বাউন্সারের প্রভাব তাঁর ওপর কেমন ছিল, সেটি স্মিথ বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'আবার ফিরে আসার আগে আসলে বুঝিনি। আধা ঘণ্টা পর যখন অ্যাড্রেনালিনের রেশটা কেটে গেছে, তখনই কেমন এলোমেলো লাগছিল। সত্যি বলতে কী, মনে হচ্ছিল এক ডজন বিয়ার খেয়েছি!' শর্ট বলে এমন আঘাত পেলে অনেক সময়ই ব্যাটসম্যানের টেকনিকের খুঁতও ধরার চেষ্টা করা হয়। স্মিথ অবশ্য সেদিন তাঁর অমন আঘাত পাওয়ার পেছনে অন্য একটা কারণও দেখেন, 'বেশ অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন একটা দিন ছিল। মেঘ আসছিল যাচ্ছিল। আর মেন্ডার্স প্রান্ত থেকে বোলিং করলে এমনিতেই লর্ডসে খেলা কঠিন হতে পারে। সেদিকে (এমসিসির) সদস্যরা বসে থাকেন, অন্য মাঠের মতো অতটা বড় সাইটস্ক্রিনও থাকে না।'

সেদিন নাকি আর্চারের বাউন্সারে আঘাত পাওয়ার আগে থেকেই স্বস্তিতে ছিলেন না স্মিথ, 'মনোযোগ নড়ে যাচ্ছিল। ওই প্রান্ত থেকে যতটা ভালো করে বল দেখতে চাই, সেটি করতে পারছিলাম না।'

২০১৯ সালে শুধু ওই টেস্টে নয়, সিরিজজুড়েই আর্চারের সঙ্গে ভালো একটা দ্বৈরথ হয়েছিল স্মিথের। তবে কনুইয়ের চোটে অ্যাশেজ থেকে আগেই ছিটকে গেছেন ইংলিশ পেসার। এবার তাই সে দ্বৈরথ দেখার সুযোগ নেই।

কনকাশনের কারণে লর্ডসের দ্বিতীয় ইনিংসের পর হেডিংলির ঐতিহাসিক টেস্টেও খেলতে পারেননি স্মিথ। তবে এরপরও সে সিরিজে স্মিথ ১১০.৫৭ গড়ে করেছিলেন ৭৭৪ রান। স্মিথের মতো লাবুশেনের জন্যও ব্যক্তিগত দিক দিয়ে লর্ডস বিশেষ একটি জায়গা। স্মিথের কনকাশন বদলি হিসেবে সে ম্যাচে নেমেছিলেন ২০১৮ সালে অভিষেক হওয়া লাবুশেন। তবে ওই ইনিংস দিয়েই যেন পুনর্জন্ম হয় তাঁর। লর্ডসের ওই টেস্টের পর থেকে এখন পর্যন্ত এ সংস্করণে লাবুশেনের গড় ৫৯.৪৩।

এজবাস্টনের স্মরণীয় জয়ের পর গতকাল প্রথম অনুশীলন করে অস্ট্রেলিয়া। ২৮ জুন থেকে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট।

'আজ আমাদের সুখের দিন'

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়াম থেকে ৩০ মিনিটের পথ পেরিয়ে বাংলাদেশ দলের হোটেল। মালদ্বীপকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দ্রুতই বাংলাদেশকে হোটেলে ফিরতে হয়েছে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচের জন্য খালি করে দিতে হয়েছে মাঠ। বাংলাদেশের ফুটবলাররা অবশ্য বেশ খুশিমনেই মাঠ ছেড়েছেন। ২০০৩ সালের পর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে মালদ্বীপের বিপক্ষে প্রথম জয় বলে কথা! সাফের সেমিফাইনালের দৌড়ে ভালোভাবেই টিকে আছে বাংলাদেশ। রাকিব তারিক মোরসালিনদের কাছে আজ সন্ধ্যাটা তাই আনন্দময়ই ছিল। কোচের পরিকল্পনা অনুযায়ীই খেলেছেন বাংলাদেশের ফুটবলাররা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলেছেন আক্রমণাত্মক ফুটবল। একটা উদ্যম ছিল খেলোয়াড়দের মধ্যে। হঠাৎ গোল খেলেও দারুণভাবে ফিরে এসেছে বাংলাদেশ। খেলা দেখে খুশি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন ম্যাচের পর ফোন করেন ম্যানেজার আমের খানকে। কী বলেছেন সভাপতি, তা জানান আমের, 'লাউডস্পিকারে সভাপতির কথা সবাইকে শুনিয়েছি। তিনি সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আর বলেছেন, ভুটানকে হারাতে হবে। মাঠের বাইরের অন্য ব্যাপারগুলো দেখার আশ্বাস দিয়েছেন নিজে থেকেই। আসলে জিতলে অনেক ভালো লাগে। আমার তো মনে হচ্ছে, আজ আমাদের সুখের দিন।' 'সুখের দিন' এনে দিতে বড় ভূমিকা রেখেছেন ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেন। চোট কাটিয়ে লেবানন ম্যাচে বদলি নেমেছিলেন শেষ দিকে। বলার মতো কিছু করতে পারেননি সেদিন। তবে আজ একাদশে সুযোগ পেয়ে দারুণ খেলেছেন রাকিব। বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরানো গোলটা তাঁরই।

কেন লিগ জিততে পারেনি আর্সেনাল, ব্যাখ্যা দিলেন আরতেতা

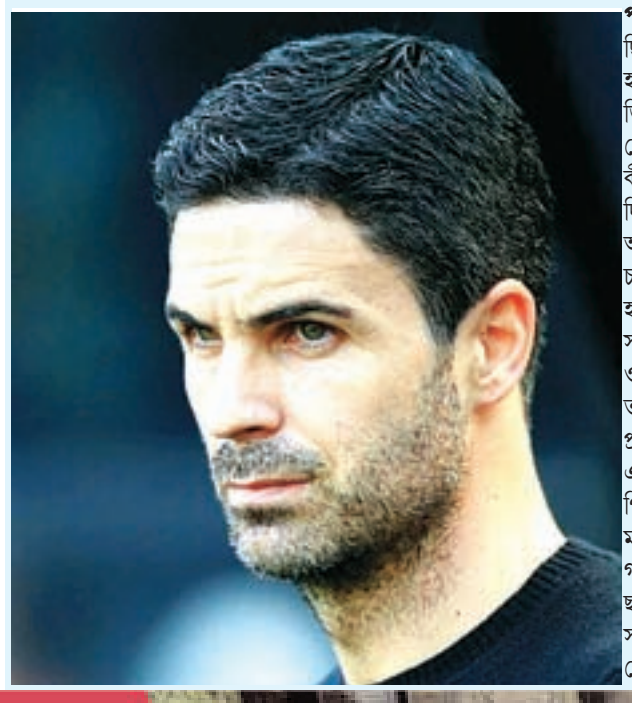

প্যারিস ঃ ২০২২ সালের ৫ আগস্ট থেকে ২০২৩ সালের ২৮ মে। গত মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ব্যাপ্তি ছিল ২৯৬ দিন। এর মধ্যে ২৪৮ দিন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ছিল আর্সেনাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিরোপা জেতা হয়নি গানারদের। শেষ দিকে এসে খেই হারানো আর্সেনালকে টপকে টানা তৃতীয়বারের মতো প্রিমিয়ার লিগ জিতেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ইংল্যান্ডের শীর্ষ ফুটবল লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দিন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে শিরোপা না জেতার নতুন রেকর্ড গড়েছে আর্সেনাল গত মৌসুমে।

কী কারণে আর্সেনালের এই ব্যর্থতা? স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতা। তাঁর কথা, 'যে মান ধরে রেখে পুরো মৌসুম খেলে যেতে হতো, আমরা সেটা পারিনি। আপনি যদি ম্যানচেস্টার সিটির মতো একটা দলকে পেছনে ফেলে প্রিমিয়ার লিগ জিততে চান, এপ্রিল-মে মাসেও (মৌসুমের শেষ দিকে) আপনার সব খেলোয়াড়কে চোটমুক্ত এবং সেরা ছন্দে থাকতে হবে। কিন্তু চোটের কারণে আমরা সেই অবস্থায় যেতে পারিনি। পরপর তিনটা ড্র (লিভারপুল, ওয়েস্ট হাম ও সাউদাম্পটনের সঙ্গে) আমাদের খুব একটা সাহায্য করেনি, দুর্ভাগ্যও ছিল (এগিয়ে থেকেও পয়েন্ট হারানো)। ওই সময় গুরুত্বপূর্ণ কিছু খেলোয়াড় চোটে পড়ে গেল, সবকিছু জটিল হয়ে গেল।' ঠিক ওই সময়টায় সিটি খেলেছে তাদের সেরা খেলাটা। সেটাও আর্সেনালের কাজটা কঠিন করে দিয়েছিল বলে মনে করেন আরতেতা, 'আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল বিশ্বের সেরা দল, তাদের স্কোয়াড বিশ্বের সেরা, কোচ বিশ্বের সেরা... সুতরাং এটা মেনে নেওয়া এবং চ্যাম্পিয়নদের অভিনন্দন জানানো ছাড়া আমাদের কোনো উপায় ছিল না।' নিজেদের ব্যর্থতার ব্যাখ্যা করতে গিয়েই যে আরতেতা সিটির কোচ পেপ গার্দিওলার প্রশংসা করেছেন, এমন না ব্যাপারটা। সিটিতে চার বছরের মতো গার্দিওলার সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন সাবেক এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। তখন থেকেই তিনি গার্দিওলাভক্ত। গুরুকে নিয়ে মুগ্ধতার কথা আরতেতা জানিয়েছেন মার্কার সঙ্গে সাক্ষাৎকারও, 'কোনো সন্দেহ ছাড়াই তিনি বিশ্বের সেরা কোচ। তিনি সবকিছুতেই সেরা। খেলোয়াড় ব্যবস্থাপনা, নিজের ভাবনা দলের মধ্যের সঞ্চারিত করতে পারা, সবার কাছ থেকে সেরাটা বের করে আনা এবং ম্যাচের আগে ও ম্যাচে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে (তাঁর তুলনা নেই)। পেপ একজন জিনিয়াস।'

পৃথিবীর সাগরতলে কত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ গড়ে আছে?

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ এলিয়াস স্টাডিয়াটিস যখন সাগরের বেগুনি নীল জলের নীচে ডুব দিলেন, তখন তিনি ভাবছিলেন ডুবুরি হিসেবে হয়তো তাকে আরেকটি গড়পড়তা দিনের মতোই নানা কিছু খুঁজে ফিরতে হবে। তার পরনে ভারী ডাইভিং স্যুট, নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য মুখে লাগানো রাবারের নল।

সাগরের তলায় এসে পৌঁছানোর পর চোখ মিট মিট করে তিনি যা দেখলেন, তাতে ভয়ে আঁতকে উঠলেন ঃ তার চারপাশে মনে হচ্ছে ছড়িয়ে আছে বহু খন্ডবিখন্ড মানবদেহ, জলের নীচে সেসবের ঝাপসা আকার বেশ বোঝা যাচ্ছে। এলিয়াস যখন বুদ্বুদ ছড়িয়ে জলের উপরে ভেসে উঠলেন, হন্তদন্ত হয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জানালেন, সাগরের নীচে তিনি লাশের স্তূপ খুঁজে পেয়েছেন।

এটা ১৯০০ সালের বসন্তকালের ঘটনা। এলিয়াস আসলে সেদিন ঘটনাচক্রে আনটিকিথেরা জাহাজডুবির সন্ধান পেয়েছিলেন। এই মালবাহী রোমান জাহাজটি সাগরে ডুবে গিয়েছিল দুহাজার বছরেরও বেশি আগে। তবে শীঘ্রই এটা বোঝা গেল এই জাহাজটির ধ্বংসাবশেষে এলিয়াস মৃতদেহের স্তূপ বলে ভেবেছিলেন যেগুলিকে, সেগুলি আসলে শিল্পকর্ম। মার্বেল পাথর এবং ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য, কিন্তু হাজার বছর ধরে সাগর তলে শ্যাওলা আর নানা সামুদ্রিক প্রাণীর মাঝখানে সেগুলোর ওপর এক অদ্ভুত প্রলেপ পড়েছে।

এজিয়ান সাগরে গ্রীসের একটি দ্বীপের উপকূলে আনিটিকিথেরা থেকে উদ্ধার করা সেসব ভাস্কর্য একশো বছরেরও বেশি সময় পরে এখনো মানুষকে মুগ্ধ করে চলেছে। কিন্তু সাগরতলে এরকম বহু জাহাজে আরও অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন এখনো আবিষ্কারের অপেক্ষায় পড়ে আছে।

ইউনেস্কোর একটি সাম্প্রতিক অভিযানের কথা ধরা যাক। এটি চালানো হয় স্কার্কি ব্যাংক বলে একটি জায়গায়। পূর্ব এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরকে যুক্ত করেছে সাগরের এই অগভীর অংশটি, যেটি জাহাজ চলাচলের জন্য খুবই বিপদজনক, কারণ সেখানে জলের নীচে অনেক প্রবাল পাথর। হাজার হাজার বছর ধরে এই পথে বহু জাহাজ ডুবি হয়েছে।

শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করে এবং জলের নীচে রোবট পাঠিয়ে এই এলাকার সাগরতলের একটি মানচিত্র তৈরির কাজ করেছিলেন আটটি দেশের একদল বিজ্ঞানী । এ সপ্তাহে তারা ঘোষণা করলেন, সেখানে তিনটি ডুবে যাওয়া জাহাজের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর, একটি দ্বিতীয় শতাব্দীর, আর শেষেরটি হয়তো উনিশ বা বিশ শতকের।

ইউনেস্কোর ধারণা, বিশ্বের সাগরগুলোর ঢেউয়ের নীচে হয়তো আর বহু ডুবে যাওয়া জাহাজ আবিষ্কার হওয়া বাকী।

বিশ্বে এযাবতকালের সবচেয়ে পুরনো নৌকাটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল নেদারল্যান্ডসে একটি মহাসড়ক তৈরির সময় ঘটনাচক্রে। এই কাঠের নৌকাটি দশ হাজার বছরের পুরনো বলে ধারণা করা হয়। তবে এরকম অনেক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে মানুষ হয়তো তারও বহু আগে সাগর পাড়ি দিতে শিখেছিল। হঠাৎ করেই মানুষের দেখা পাওয়া যেতে শুরু করেছিল বিশাল সাগরের অপর তীরে।

প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একদল শিকারি মানব একের পর এক দ্বীপ ডিঙ্গিয়ে শত শত মাইল পথ পাড়ি দিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। কারণ এরপরই অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের দেখা মিলেছিল নিউ সাউথ ওয়েলসের লেক মাঙ্গুতে। আর যেখানেই এরকম সাগর পাড়ি দেয়ার ব্যাপার থাকবে, সেখানেই জাহাজডুবিও ঘটবে। বিশ্বে হাজার হাজার বছর ধরে যে বাণিজ্য হয়েছে, যুদ্ধ হয়েছে, নানা অভিযান চলেছে বিশ্বের সাগরতলে আসলে সেসবের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে। সেখানে হয়তো আছে রূপা বোঝাই দস্যু জাহাজ, মালামাল বোঝাই নৌকা, বিলাসবহুল রাজকীয় তরী, যা হয়তো অদৃশ্য হয়ে গেছে কোন ভবিষ্যতের রাজাকে নিয়ে। প্রাচীন মাছধরা নৌকা, আধুনিক যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, অথবা টাইটানিকের মতো বিশাল যাত্রীবাহী জাহাজ কী নেই সাগরতলে।

এই ডুবে যাওয়া জাহাজগুলো যেন একেকটা টাইমক্যাপসুল। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এগুলো খুঁজে পাওয়ার জন্য পাগল। এগুলোতে পাওয়া গেছে প্রাচীন কালের বিস্ময়কর যেসব নিদর্শন, সেগুলোতে ভর্তি বিশ্বের নামকরা মিউজিয়ামগুলো। যেমন আনটিকিথেরা থেকে পাওয়া গিয়েছিল এক রহস্যময় মহাজাগতিক ঘড়ি, যেটি কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে আসলে বিশ্বের প্রাচীনতম কম্পিউটার।

তাহলে এরকম কত জাহাজ পড়ে আছে সাগরের তলে জলের গভীরে কত জাহাজ এখনো আবিষ্কারের অপেক্ষায়?

বিশ্বের জাহাজডুবির ঘটনাগুলির বেশ কয়েকটি তথ্যপঞ্জি আছে। এ পর্যন্ত কত ডুবে যাওয়া জাহাজ খুঁজে পাওয়া গেছে, সেটির আনুমানিক হিসেব একেকটি তথ্যপঞ্জিতে একেক রকম।

একটি অনলাইন সাইট, রেকসাইটে ২ লাখ ৯ হাজার ৬৪০টি জাহাজডুবির তালিকা আছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৭৯ হাজার ১১০ টি জাহাজ কোথায় ডুবেছে, সেই স্থানের কথাও উল্লেখ আছে। অন্যদিকে গ্লোবাল মেরিটাইম রিক ডেটাবেজে (জিএমডাব্লিউডি) আছে আড়াই লাখের বেশি ডুবে যাওয়া জাহাজের তালিকা, যদিও এর মধ্যে অনেকগুলো এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

একটি আনুমানিক হিসেবে বলা হচ্ছে, কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই ১৫ হাজার জাহাজ ডুবেছে আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরের নানা জায়গায় অনেক যুদ্ধজাহাজ আর ট্যাংকার ডুবে আছে। এসব জাহাজ থেকে সাগরে নিঃসৃত হয়েছে তেল, রাসায়নিক থেকে শুরু করে ভারী ধাতু।

আসলে যত জাহাজডুবির ঘটনা এ পর্যন্ত জানা গেছে এবং তালিকাভুক্ত হয়েছে, তা বাস্তবে ঘটা জাহাজডুবির একেবারেই একটা ক্ষুদ্র অংশ বলে মনে করা হয়। ইউনেস্কোর একটি বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বিশ্বের সাগরতলে হয়তো তিরিশ লাখের বেশি জাহাজডুবির ঘটনা আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে।

তবে এসবের ধ্বংসাবশেষ যে সাগরের সব জায়গায় সমানভাবে ছড়িয়ে আছে, ব্যাপারটা তা নয়। সাগরে এমন কিছু অঞ্চল আছে, সেখানে ঘন ঘন জাহাজডুবি হয়। বিশেষ করে সাগরের যেসব পথ দিয়ে বেশি জাহাজ চলাচল করে, বা যেই পথ বেশি বিপদসংকুল। এরকম এলাকাগুলো অতীতে ডুবে যাওয়া জাহাজের সন্ধানের জন্য ভালো জায়গা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

স্কার্কি ব্যাংক এরকম একটি জায়গা। কিংবা ভূমধ্যসাগরের ফোর্নি আর্কিপেলাগোর কথাও বলা যেতে পারে। এসব জায়গায় এ পর্যন্ত ৫৮ টি ডুবে যাওয়া জাহাজ খুঁজে পাওয়া গেছে। এরমধ্যে কেবল ২০১৫ সালে মাত্র ২২ দিনেই খুঁজে পাওয়া যায় ২৩টি জাহাজ।

ফোর্নি আর্কিপেলাগো যদিও সেরকম বিপদজনক এলাকা নয়, সেখানে বহু জাহাজ আসতো নোঙর করতে। সেখানে যেহেতু অনেক বেশি জাহাজ আসাযাওয়া করতো, সেকারণেই সেখানকার সাগরতলে এত বেশি জাহাজডুবির নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে মনে করা হয়।

গত মাসে দক্ষিণ চীন সমুদ্রের তলায় দুটি প্রাচীন জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। আধুনিক প্রযুক্তি এরকম জাহাজডুবির স্থল খুঁজে বের করার কাজ সহজ করে দিয়েছে।

আগের যুগে মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করতো, তার নানা চিত্তাকর্ষক নিদর্শন আছে সাগরের তলায় লুকিয়ে থাকা এই অনাবিষ্কৃত ডুবে যাওয়া জাহাজগুলিতে। তবে এগুলিতে হয়তো মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো বিপুল মূল্যবান সম্পদও আছে। এটা আবার একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

১৭০৮ সালের ৮ জুন সন্ধ্যা সাতটার দিকে কলম্বিয়ার উপকূলে ক্যারিবীয় সাগরে এক বিকট বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। এটি ছিল আসলে স্যান হোসে নামের এক স্প্যানিশ পালতোলা জাহাজে বিস্ফোরণের শব্দ। এই জাহাজটি স্পেন থেকে রওনা হয়েছিল দুবছর আগে। এটি ছিল একটি স্প্যানিশ নৌবহরের অংশ। এই বহরে ছিল আরও অনেক জাহাজ এবং নৌকা। সেগুলোতে বোঝাই ছিল চিনি, মশলা, মূল্যবান ধাতু এবং অন্যান্য পণ্য। স্পেন এবং তার আমেরিকান উপনিবেশগুলোর মধ্যে এগুলোতে করে পণ্য পরিবহন করা হতো।

এই নৌবহরের প্রধান জাহাজ ছিল স্যান হোসে। সেটিতে বোঝাই ছিল, রূপা, পান্না, সোনা এরকম সব মূল্যবান ধাতু। কিন্তু একটি ব্রিটিশ জাহাজের সঙ্গে সহিংস সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল এটি। কয়েক ঘণ্টা ধরে লড়াইয়ের পর স্যান হোসে জাহাজের গান পাউডারের গুদাম বিস্ফোরিত হয়, এবং সাথে সাথে জাহাজটি ডুবে যায়। ছয়শো নাবিক সহ জাহাজটি সাগরের জলের নীচে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এর প্রায় তিনশো বছর পর ২০১৫ সালে কলম্বিয়ান নৌবাহিনী শেষ পর্যন্ত এই জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়। জাহাজের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কামান, সিরামিক, মৃদ্রা এরকম অনেক কিছু পাওয়া গিয়েছিল। ধারণা করা হয়, এই জাহাজে ছিল প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলারের মালামাল। কিন্তু জাহাজটি আবিস্কৃত হওয়ার পরপরই এর মালিক কে তা নিয়ে তিক্ত বিবাদ শুরু হয়। এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটি থেকে এখন সম্পদ লুন্ঠন করা হবে বলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

স্যান হোসে আবিস্কৃত হওয়ার পর গবেষকরা আরও দুটি শতাব্দী প্রাচীন ডুবে যাওয়া জাহাজ খুঁজে পেয়েছেন কলম্বিয়ার উপকূলে।

এ ধরণের বিতর্ক সামনের দিনগুলিতে বারে বারে সামনে আসবে। অতীতে অনেক ডুবে যাওয়া জাহাজ খুঁজে পাওয়া যেত তুলনামূলকভাবে অগভীর জলেতে। জেলেরা, বিজ্ঞানীরা কিংবা যারা লুকায়িত সম্পদের খোঁজে থাকে তারা হয়তো ঘটনাচক্রে সাগর উপকূলে এরকম জাহাজ খুঁজে পেত। কিন্তু এখন অত্যাধুনিক সাবমরিন, ক্যামেরা এবং শব্দতরঙ্গ প্রযুক্তির কল্যাণে গভীর সাগরের তলদেশেও ডুবে যাওয়া জাহাজের সন্ধান করা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

সাগরের সবচেয়ে গভীর অংশের মানচিত্র তৈরি করাও এখন সম্ভব। ২০১৯ সালে গবেষকরা মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস জনস্টোন খুঁজে পান ফিলিপাইনের কাছে সাগরের ৬ কিলোমিটার গভীরে।

আর এবছরের শুরুতে বিজ্ঞানীরা টাইটানিক জাহাজের এক অবিকল ত্রিমাত্রিক ডিজিটাল প্রতিকৃতি তৈরি করেন আটলান্টিকের নীচে ডুবে থাকা জাহাজটি জরিপ করে।

প্রযুক্তির এই উন্নতির ফলে সাগরের নীচে লুকিয়ে থাকা অনেক কিছু এখন অভূতপূর্ব হারে প্রকাশ পাচ্ছে। যেভাবে শব্দতরঙ্গে এবং জিপিএস প্রযুক্তি মাছ ধরার ব্যাপারটি পুরো বদলে দিয়েছে। টিউনা মাছের ঝাঁককে এখন গভীর সমুদ্রে পর্যন্ত খুঁজে বের করা যাচ্ছে। সেই একই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখন যে কেউ অনেক ডুবে যাওয়া জাহাজ খুঁজে বের করতে পারবে, যেটা আগে সম্ভব ছিল না।

তবে এখনো অনেক ডুবে যাওয়া জাহাজ খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায়। এর মধ্যে অনেক বিখ্যাত জাহাজডুবির ঘটনা আছে। যেমন ধরা যাক ওয়ারাটাহর কথা। এই বিশাল যাত্রীবাহী জাহাজটিকে টাইটানিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এটি ১৯০৯ সালের ২৬ জুলাই ডারবান থেকে কেপটাউনের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। জাহাজটিতে ছিল ২১১ জন যাত্রী। কিন্তু তারপর এটি অদৃশ্য হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কেউ জানে না কি ঘটেছিল, কোথায় জাহাজটি ডুবে গিয়েছিল। এটি খুঁজে বের করার জন্য এ পর্যন্ত নয়টি অভিযান চালানো হয়েছে, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।

কে জানে, এরপর আবার কী খুঁজে পাওয়া যাবে। একটা বিষয়েই কেবল সুনিশ্চিত ঃ খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদের খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে না।

টুকরো খবর

প্রিগোশিনের বিদ্রোহ কি রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান?

মাস্কো (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইউক্রেনে ১৬ মাস ধরে চলা যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়া এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে যার জের ধরে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ক্ষমতাও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। রুশ নেতা ভ্লাদিমির পুতিন তাদের ভাড়াটে আধাসামরিক বাহিনী ওয়াগনারের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনে বলেছেন সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে মি. প্রিগোশিন আমাদের দেশের পিঠে ছুরি মেরেছে। কিন্তু রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যক্তি ইয়েভগেনি প্রিগোশিন বলেছেন তার লক্ষ্য সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো নয়, বরং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানে গত কয়েক মাস ধরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন মি. প্রিগোশিন। ভাড়াটে ওয়াগনার গ্রুপের জন্য তিনি হাজার হাজার সৈন্য নিয়োগ করেছেন, যাদেরকে মূলত বিভিন্ন রুশ কারাগার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ইউক্রেনে যেভাবে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে তা নিয়ে মি. প্রিগোশিনের সঙ্গে রুশ সামরিক বাহিনীর সামরিক নেতাদের প্রকাশ্যে মতবিরোধ চলছে দীর্ঘ সময় ধরে। সেই বিরোধ এখন বিদ্রোহে রূপ নিয়েছে। ওয়াগনার বাহিনীর সৈন্যরা তাদের দখল করে নেওয়া ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল থেকে সীমান্ত পার হয়ে চলে এসেছে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় বৃহৎ শহর রোস্তভ অনডনে। এই বাহিনী দাবি করছে যে তারা শহরের সব সামরিক স্থাপনা দখল করে নিয়েছে। এই শহরটি ইউক্রেন সীমান্ত থেকে ৬০ মাইল দূরে। এখানেই রয়েছে ইউক্রেনে যুদ্ধরত রুশ বাহিনীর কমান্ড সেন্টার। এই শহরটি রুশ সেনাবাহিনীর 'রসদ সরবরাহের কেন্দ্র' হিসেবেও পরিচিত। সামরিক বিশ্লেষকদের অনেকে বলছেন রোস্তভে সামরিক বাহিনীর ভেতরে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তার বড় ধরনের প্রভাব পড়বে ইউক্রেন যুদ্ধের ওপরেও। প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছেন পরিস্থিতি বেশ কঠিন, তবে রাশিয়াকে রক্ষা করার জন্য তিনি সম্ভাব্য সব কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইয়েভগেনি প্রিগোশিন তার বিরুদ্ধে আনা সব ধরনের সামরিক অভ্যুত্থানের অভিযোগকে অবাস্তব বলে উল্লেখ করেছেন। রুশ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ওয়াগানার গ্রুপের প্রধানের এই বিরোধ তৈরি হয়েছে বেশ আগে থেকেই। ইয়েভগেনি প্রিগোশিন অভিযোগ করে আসছিলেন যে রাশিয়ার সামরিক নেতারা তার ভাড়াটে সৈন্যদের যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে না। তার সেই অভিযোগ এখন রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোইগু এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমোভের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জে রূপ নিয়েছে। মূলত এই দুই সামরিক নেতা ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এখনও পর্যন্ত এটাকে সামরিক অভ্যুত্থান বলে মনে হচ্ছে না। কারণ সরকারের ভেতর থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো পক্ষ ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেনি। কিন্তু এটা রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় সামরিক ব্যক্তিদেরকে ক্ষমতা থেকে সরানোর চেষ্টা এবং এই হিসেবে এই সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রেসিডেন্ট পুতিনের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ওয়াগনার বাহিনীর সৈন্যরা রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর গোটা মস্কো অঞ্চলে সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। এছাড়াও পূর্বনির্ধারিত সবধরনের বড় বড় অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। আমাদের ২৫,০০০ সৈন্য আছে, প্রিগোশিন দাবি করেছেন। কেউ চাইলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। এই ঘোষণা প্রেসিডেন্ট পুতিনের জন্য হুমকি তৈরি না করলেও এটা সামরিক নেতৃত্বের জন্য বড় রকমের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সীমান্ত অতিক্রম করে তার সৈন্যরা রোস্তভ শহরে প্রবেশ করেছে। দৃশ্যত মনে হচ্ছে তার বাহিনী শহরের সামরিক সদরদপ্তর ঘিরে ফেলেছে। এখান থেকেই ইউক্রেনের যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেখান থেকে পালিয়ে গেছেন। আরেকটি খবরে জানা যাচ্ছে যে ওয়াগনার বাহিনীর যোদ্ধারা রোস্তভ ও মস্কোর মধ্যবর্তী একটি শহর ভরোনেজের সামরিক স্থাপনাও দখল করে নিয়েছে। ইয়েভগেনি প্রিগোশিন প্রেসিডেন্ট পুতিনের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং মি. পুতিনের অধীনেই তার উত্থান ঘটেছে প্রথমে একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী এবং তার পরেই তিনি এই ভাড়াটে বাহিনীর প্রধান হয়েছেন। ইউক্রেনের উত্তরাঞ্চলীয় বাখমুত শহর দখলের লড়াইয়ে ওয়াগনার গ্রুপের বহু যোদ্ধা নিহত হয়েছে। কয়েক মাস ধরে সেখানে তীব্র যুদ্ধ চলার পরেও ওই এলাকা পুরোপুরি দখল করে নেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রিগোশিন প্রায়শই রুশ সামরিক নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছেন। বলেছেন তার বাহিনীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করা হয়নি। সোশাল মিডিয়াতে তিনি মাঝে মধ্যেই ভিডিওসহ বক্তব্য পোস্ট করেছেন যাতে ইউক্রেনের যুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক ব্যর্থতা ও বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট পুতিনকে লক্ষ্য করে তিনি কখনও তার ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। তবে তিনি যে কখনও কখনও ব্যাঙ্গ করে কোনো একজন সুখী দাদার কথা উল্লেখ করে থাকেন, তাকে প্রেসিডেন্ট পুতিনের পরোক্ষ সমালোচনা হিসেবেই মনে করা হয়। গত ২৩শে জুন প্রিগোশিন একটি তিরস্কারপূর্ণ দীর্ঘ বক্তব্য দিয়েছেন যেখানে তিনি রুশ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ইউক্রেন যুদ্ধের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে যেসব কথা বলা হচ্ছে সেগুলো মিথ্যা। তিনি বলেন এই যুদ্ধ আসলে সামরিক বাহিনীর ছোট্ট ও অসৎ একটি গ্রুপের নিজেদের পদোন্নতির অজুহাত এবং জনগণ ও প্রেসিডেন্টের প্রতি ভাঁওতাবাজি। প্রিগোশিন বলেছেন, এই যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল.. যাতে শোইগু (রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী) মার্শাল হতে পারেন। যাতে তিনি দ্বিতীয় হিরো স্টার পেতে পারেন.. ইউক্রেনকে নাৎসীমুক্ত করার জন্য এই যুদ্ধ নয়, আরো একটা স্টারের জন্য এই যুদ্ধ তার দরকার ছিল। তার এই বক্তব্য ক্রেমলিনের অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এছাড়াও ক্রেমলিনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর নজর রাখেন এরকম অনেক পর্যবেক্ষক বলে থাকেন যে প্রিগোশিন ও শোইগুর মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঘৃণার সম্পর্ক। প্রিগোশিন রুশ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে তারা ইউক্রেনে তার বাহিনীর যোদ্ধাদের ওপর গোলাবর্ষণ করেছে। রাশিয়ার সামরিক বাহিনী এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে মি. প্রিগোশিন তার দাবির পক্ষে তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরতে পারেননি। তিনি রাশিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী এফএসভি এবং বিত্তশালী ও ক্ষমতাসীন সমাজেরও সমালোচনা করেছেন।

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে এতো দুর্ঘটনার কারণ কী?

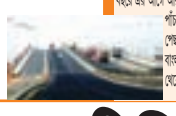

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের একটি নতুন মহাসড়ক ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে গত এক বছরে দুর্ঘটনায় অন্তত ৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। একটি যথাযথ মহাসড়ক হিসেবে তৈরি করা এই পথে কেন এতো দুর্ঘটনা ঘটছে? এই মহাসড়কে সর্বশেষ দুর্ঘটনাটি ঘটে আজ শনিবার, যাতে আটজন নিহত হয়েছে। ভাঙ্গার মালিগ্রাম ফ্লাইওভার এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স রেলিংয়ের সাথে ধাক্কা দিলে সেটিতে আগুন ধরে যায়। দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে এবং অন্যতম প্রধান এই সড়কটিতে গত এক বছরে এর আগে আরও অনেক দুর্ঘটনায় মোট ৫৫ জনের মৃত্যু ঘটে, আহত হয়েছে শতাধিক মানুষ। সর্বশেষ দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা হিসেবে ধরলে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় পাঁচ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হচ্ছে এই মহাসড়কে। গত এক বছরে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এসব দুর্ঘটনার পেছনে যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাওয়া, সামনে বা পেছন থেকে ধাক্কা দেয়া, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা, পথচারীদের গাড়ি চাপা পড়ার মতো ঘটনা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রচলিত সড়ক ব্যবস্থাপনার তুলনায় এই এক্সপ্রেসওয়েটি উন্নত দেশের আদলে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে আলাদা দ্বিমুখী লেন, রাস্তার নিচ থেকে ইউটার্ন, স্বল্পগতির যানবাহনের জন্য আলাদা সার্ভিস লেন রয়েছে। তারপরেও কেন এই মহাসড়কটিতে এতো দুর্ঘটনা ঘটছে?

বিদ্রোহের পর প্রিগোশিন ও তার ওয়াগনার বাহিনী এখন কী করবে?

মস্কো (এজেন্সী) ঃ রাশিয়ার ভাড়াটে সৈন্যদের বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপের ক্ষণস্থায়ী বিদ্রোহ মোকাবেলায় মস্কোতে যেসব জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, বিদ্রোহ অবসানের কয়েক ঘণ্টা পরেও রাজধানীতে সেসব ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছে।

ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহকে রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট পুতিনের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এই গ্রুপের যোদ্ধারা শনিবার ইউক্রেন সীমান্ত পার হয়ে রাশিয়ার ভেতরে ঢুকে দক্ষিণের বড় একটি শহর রোস্তভ অন ডন দখল করে নেওয়ার পর রাজধানীর দিকে অগ্রসর হতে থাকলে মস্কোতে সন্ত্রাস-বিরোধী বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি করা হয়।

মস্কোয় কর্মকর্তারা বলছেন বিদ্রোহ অবসানের পরেও লোকজনকে নিরাপত্তা-জনিত কারণে সোমবার কাজে যোগ না দিতে বলা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট পুতিনের কড়া হুঁশিয়ারির পর ওয়াগনার নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোশিন তার বাহিনীর মস্কোর অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা বাতিল ঘোষণা করেন।

বেলারুশের প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্ট পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর সঙ্গে প্রিগোশিনের বৈঠকে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা শ্বাসরুদ্ধকর এই বিদ্রোহ অবসানের ব্যাপারে সমঝোতা হয়। তবে এই সমঝোতায় অনেক প্রশ্নেরই উত্তর নেই।

এর পরই শনিবার সন্ধ্যায় পিগ্রোশিন তার সৈন্যদের রাশিয়া ছেড়ে ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

সমঝোতা অনুসারে প্রিগোশিন নিজেও চলে যাবেন প্রতিবেশী বেলারুশে।

জবাবে ক্রেমলিন বলছে প্রিগোশিন ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যেসব আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল সেগুলোর কোনো বিচার হবে না।

শনিবার সন্ধ্যায় হওয়া সমঝোতা অনুযায়ী ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিনের বেলারুশে চলে যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন সেটা পরিষ্কার নয়।

প্রিগোশিন যে বেলারুশে চলে যাবেন এই খবর শুধুমাত্র ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভের মুখ থেকেই শোনা গেছে।

কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় তাকে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল। তিনি একটি গাড়িতে ছিলেন। এসময় তিনি উৎফুল্ল কিছু লোকজনের সঙ্গে করমর্দন করছিলেন। এর পর প্রিগোশিনের কাছ থেকে এখনও কিছু শোনা যায়নি। তাকে কোথাও দেখাও যায়নি। তার টেলিগ্রাম চ্যানেলেও এবিষয়ে নতুন কিছু পোস্ট করা হয়নি।

বিবিসির একজন সাংবাদিক বলছেন সমঝোতা যে প্রিগোশিনের পক্ষে গেছে তা বলা যাবে না। কারণ ক্রেমলিনের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে তাকে বেলারুশে নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে।

রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বর্তমানে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ। ওই এলাকাটিকে নো-ফ্লাই জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

তার মানে রোস্তভ শহরের সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর হচ্ছে ভলগোগ্রাদ এবং সচি। কিন্তু এই দুটো বিমানবন্দরই প্রায় ২৫০ মাইল দূরে।

বিবিসির সংবাদদাতা বলছেন প্রিগোশিন গাড়িতে কিম্বা ট্রেনে করে বেলারুশে যেতে পারেন। কিন্তু সেই পথ হবে অনেক দীর্ঘ, কারণ তাকে ইউক্রেনের বাইরে দিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে এই বিদ্রোহের পর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এখন কী করবেন?

বিবিসির রুশ বিভাগের সাংবাদিক ওলগা ইভশিনা বলছেন অবশ্যই তিনি তার শক্তি প্রদর্শন করবেন যা তিনি আগেও করেছেন।

তিনি বলছেন এই ঘটনার পর রাশিয়ার ভেতরে অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা খর্ব হতে পারে। টেলিগ্রাম চ্যানেলসহ সংবাদমাধ্যমের ওপর আরো নিয়ন্ত্রণ আরোপেরও আশঙ্কা রয়েছে।

ওয়াগনার যোদ্ধারা কী করবে?

সোশাল মিডিয়াতে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ওয়াগনার যোদ্ধারা রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় রোস্তভ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বিদ্রোহের শুরুতে তারা এই শহরের সামরিক ঘাঁটিগুলো দখল করে নিয়েছিল। এক পর্যায়ে তারা রোস্তভ ও মস্কোর মধ্যবর্তী একটি শহর ভরোনেঝও দখল করে নেয়।

এখন এই অঞ্চলের গভর্নর জানাচ্ছেন যে ওয়াগনার বাহিনী সেখান থেকেও চলে যাচ্ছে। তিনি বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতির অবসান ঘটলেই চলাচলের ওপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল সেগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

এই ওয়াগনার যোদ্ধাদের ভবিষ্যৎ কী সেটাও পরিষ্কার নয়। তারা কী ইউক্রেনে ফিরে যাচ্ছে না কি অন্য কোথাও যাচ্ছে তাও স্পষ্ট নয়।

ওয়ারশ থেকে বিবিসির পূর্ব ইউরোপ বিষয়ক সংবাদদাতা স্যারাহ রেইন্সফোর্ড বলছেন, পুতিন বিশ্বাসঘাতকতা পছন্দ করেন না। বিশ্বাসঘাতকদের তিনি তীব্রভাবে ঘৃণা করেন। ফলে ক্রেমলিন যে বলছে বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত সৈন্যদের বিরুদ্ধে আনা ফৌজদারি অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে সেটা বিশ্বাস করাও কঠিন, বলছেন তিনি।

একই সাথে ক্রেমলিন এবং রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চাইছে ভাড়াটে এই সৈন্যদেরকে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নিতে। সৈন্যরা রুশ সামরিক বাহিনীতে যোগ দিবে কি না সেটাও পরিষ্কার নয়। তবে যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে এই ওয়াগনার বাহিনীরও অবসান ঘটবে।

প্রিগোশিন বেলারুশে কী করবেন তাও স্পষ্ট নয়। কোনো কোনো বিশ্লেষক বলছেন তিনি যদি বেলারুশে চলে যান, এবং তার বাহিনীও তাকে অনুসরণ করে, তাহলে সেখান থেকেও তিনি ইউক্রেনের জন্য নতুন করে হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

কারণ বেলারুশ থেকে রাজধানী কিয়েভ সবচেয়ে কাছে এবং সেখান থেকে রাশিয়া রাজধানীর ওপর আক্রমণ শানাতে পারে।

এরকম অনিশ্চিত ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যেও রাশিয়া গতরাতে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে বলা হচ্ছে নিকোপোল শহরে চালানো এক হামলায় এক বয়স্ক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

হামলায় বেশ কিছু আবাসিক ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাশিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে ইউক্রেনের পাল্টা হামলা কেমন হতে পারে তা নিয়েও ইউক্রেনে তীব্র জল্পনা কল্পনা চলছে।

পূর্বাঞ্চলীয় ডনবাস থেকে বিবিসির সংবাদদাতা এন্ড্রু হার্ডিং বলছেন, ইউক্রেন এখন রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করার চেষ্টা করবে। তারা দেখবে কীভাবে এসব দুর্বলতা থেকে সুযোগ নেওয়া যায়।

তবে বিবিসির সংবাদদাতা বলছেন ইউক্রেনের জন্য বড় ঝুঁকিও আছে রাশিয়ায় সামরিক নেতৃত্বে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটলে, ইউক্রেনে রুশ আক্রমণ আরো তীব্র হয়ে উঠতে পারে।

মণিপুরে সেনাবাহিনীর হাত থেকে 'সশস্ত্র বিদ্রোহীদের' ছিনিয়ে নিল মেইতেই নারীরা

মণিপুর (এজেন্সী) ঃ ভারতের দাঙ্গা উপদ্রুত মণিপুর রাজ্যে আটক হওয়া ডজনখানেক সশস্ত্র ব্যক্তিকে 'মুক্তি দেওয়া হয়েছে' বলে ভারতীয় সেনাবাহিনী গত মধ্যরাতে ঘোষণা করেছে। যাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাদের 'জঙ্গি' হিসেবে বর্ণনা করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। এই সশস্ত্র ব্যক্তিরা একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠির সদস্য, যাদের কেন্দ্র মিয়ানমারে। মেইতেই অধ্যুষিত ইথাম গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়েছিল। কিন্তু গতকাল শনিবার তাদের মুক্তির দাবিতে প্রায় হাজার দেড়েক মানুষ সেনা সদস্যদের ঘিরে ধরলে সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে, 'জঙ্গিদের' মুক্তির দাবিতে যে জনতা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন নারী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে 'স্পিয়ার কোর' মণিপুরে সহিংসতার মোকাবিলা নিয়ে টুইটারে নিয়মিত আপডেট জানাচ্ছে, তারা এই বিক্ষোভকারীদের 'অ্যাগ্রেসিভ মব', অর্থাৎ 'আক্রমণাত্মক ক্ষুব্ধ জনতা' বলে বর্ণনা করেছে। সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে প্রায় দিনভর মুখোমুখি সংঘাত চলার পর তারা সিদ্ধান্ত নেয় বেসামরিক মানুষের জীবন ঝুঁকিতে ফেলা উচিত হবে না এবং ধৃত 'জঙ্গিদের' মুক্তি দেওয়া হবে।

যে সেনা কমান্ডার এই অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন তাকে এই 'পরিণত সিদ্ধান্তে'র জন্য সেনাবাহিনীর তরফ থেকে ভূয়সী প্রশংসাও করা হয়েছে। তারা বলেছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে একটি মানবিক মুখ আছে, এই সিদ্ধান্ত তারই পরিচায়ক।

এর আগে শনিবার (২৪ জুন) ভোরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী মণিপুরের ইম্ফল ইস্ট জেলার ইথাম গ্রামে অভিযান চালায়। পুরো গ্রামটি ঘিরে ফেলে কোনায় কোনায় তল্লাশি চালানো হয়। এরপর সেনাবাহিনী টুইট করে, ওই অভিযানে বারোজন কে.ওয়াই.কে.এল ক্যাডারকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম-সমেত আটক করা হয়েছে।

'কে ওয়াই কে এল' একটি মেইতেই বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী, যাদের সংগঠনের পুরো নাম 'কাংলেই ইয়াউল কান্না লুপ'।

ওই বারো জন ধৃত জঙ্গীর মধ্যে (স্বঘোষিত) লে. কর্নেল মোইরাংথেম তাম্বা ওরফে উত্তমকেও শনাক্ত করা হয়েছিল বলে সেনাবাহিনী জানিয়েছে।

২০১৫ সালে ৬ ডোগরা রেজিমেন্টের ওপর হামলা চালানোর ঘটনায় এই উত্তমকেই মূল পরিকল্পনাকারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

কিন্তু এর পরই বিশাল সংখ্যায় স্থানীয় জনতা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সেনা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের যে বর্ণনা দিয়েছে তা এরকম ঃ

প্রায় ১২০০ থেকে ১৫০০ মানুষের ক্ষুব্ধ জনতা সঙ্গে সঙ্গে টার্গেট এরিয়াটি ঘিরে ফেলে এবং সেনাবাহিনীকে অভিযান চালাতে বাধা দিতে থাকে। ওই জনতার নেতৃত্বে ছিলেন নারীরা ও স্থানীয় একজন গ্রাম প্রধান।

ওই আক্রমণাত্মক জনতাকে বারবার অনুরোধ জানানো হতে থাকে সেনাবাহিনীকে আইন অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালন করতে দিন, কিন্তু তাতে কোনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি।

এই ধরনের বিশাল সংখ্যক ক্ষুব্ধ মানুষের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর বলপ্রয়োগ কী ধরনের সংবেদনশীল বিষয় হবে এবং সেটা করলে প্রাণহানিরও সম্ভাবনা থাকবে - এটা বিবেচনায় নিয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ধৃত ১২জন ক্যাডারকেই স্থানীয় নেতার হাতে হস্তান্তর করা হবে। এরপর আমাদের সেনা কলামগুলি তাদের কর্ডন তুলে নেয় এবং অভিযানে জঙ্গীদের কাছ থেকে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ-উপকরণ উদ্ধার করা হয়েছিল সেগুলো নিয়ে এলাকা ত্যাগ করে।

এদিকে শনিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সর্বদলীয় বৈঠকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একেবারে প্রথম দিন থেকে মণিপুর পরিস্থিতির ওপর প্রতিনিয়ত নজর রাখছেন এবং পরিপূর্ণ সংবেদনশীলতা নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন। ভারতের প্রধান বার্তা সংস্থা পিটিআই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে এ খবর জানিয়েছে।

এর আগে মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কেন নীরব, এই প্রশ্নে ভারতে সরকারকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। এমন কী, আমেরিকায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর সদ্যসমাপ্ত রাষ্ট্রীয় সফরেও তাঁকে এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে।

পিটিআইয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, সর্বদলীয় বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান গত ১৩ জুন থেকে মণিপুরে একটিও প্রাণহানি হয়নি এবং রাজ্যের পরিস্থিতি যে 'ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে' এটি তারই একটি উদাহরণ। প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস অবশ্য অমিত শাহর ডাকা এই বৈঠককে পুরোপুরি 'লোকদেখানো' বলে বর্ণনা করেছে।

কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র জয়রাম রমেশ টুইট করে অভিযোগ করেছেন, বৈঠকে তাদের প্রতিনিধি ছিলেন মণিপুরের সবচেয়ে সিনিয়র রাজনীতিবিদ তথা তিনবারের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ওকরাম ইবোবি সিং - কিন্তু তাঁকে তাঁর বক্তব্যই পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

রাশিয়ায় শ্বাসরুদ্ধকর ২৪ ঘণ্টা, সমঝোতা করে দেশ ছাড়ছে ওয়াগনার প্রধান

মস্কো (এজেন্সী) ঃ বিদ্রোহ করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়ার ভাড়াটে গোষ্ঠী ওয়াগনারের সৈন্যরা রোস্তোভ-অন-ডন শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছে বলে জানা যাচ্ছে। এর আগে ওয়াগনার প্রধান বলেন, রক্তপাত এড়াতে তিনি তার যোদ্ধাদের ইউক্রেনে ফিরে যেতে বলেছেন। ইয়েভগেনি প্রিগোশিন এখন প্রতিবেশী দেশ বেলারুশে চলে যাবেন এবং তার ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে বলে জানিয়েছে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। এর মাধ্যমে রাশিয়ায় একটি বিশৃঙ্খল এবং অভাবনীয় দিনের পরিসমাপ্তি হল।

ওয়াগনার গ্রুপ হল ভাড়াটে সৈন্যদের নিয়ে গড়ে তোলা একটি বেসরকারি সেনাবাহিনী যা ইউক্রেনে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর পাশাপাশি নিয়মিত লড়াই করছে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ে রুশ বাহিনীর সাথে ওয়াগনার গ্রুপের উত্তেজনা শুধু বাড়ছিল। প্রিগোশিন সাম্প্রতিক মাসগুলোয় রাশিয়ার সামরিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার সমালোচনা শুরু করেছিলেন।

শনিবার সকালে ওয়াগনারের ভাড়াটে সৈন্যরা ইউক্রেনে তাদের ফিল্ড ক্যাম্প থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রোস্তোভ-অন-ডনে প্রবেশ করে।

শ্বাসরুদ্ধকর গতিতে তারা আঞ্চলিক সামরিক কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং মস্কোর উত্তরে আরেকটি শহর ভোরোনেজের সামরিক স্থাপনা দখল করে নেয় বলে জানা গিয়েছে।

যোদ্ধারা মস্কোর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলে, ক্রেমলিন মস্কোসহ অনেক অঞ্চলে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জারি করে। মস্কোর মেয়র শহরের বাসিন্দাদের বাইরে ঘোরাঘুরি এড়িয়ে চলতে বলেন।

ওয়াগনার সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রযোজনে হাজার হাজার এলিট চেচেন সৈন্য মস্কোর দিকে যাচ্ছে বলেও সতর্ক করা হয়েছিল।

এর জবাবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যারা রাশিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

রুশ টিভি চ্যানেল রোসিয়া ২৪-এর খবরে বলা হয়, বেলারুশের নেতা আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো প্রিগোশিনের সঙ্গে বৈঠকের পর শনিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ করে উত্তেজনা প্রশমনে এই সমঝোতা হয়। এর কয়েক ঘণ্টা পর ভিডিওতে দেখা যায়, ওয়াগনার সৈন্যরা রোস্তোভ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাদের সমর্থকরা উল্লাস করছে এবং ওয়াগনার সেনাদের সঙ্গে তারা হাত মেলাচ্ছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, পরিস্থিতি 'সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল'।

ক্রেমলিনের দায়িত্বরত ব্যক্তি নিশ্চয়ই খুব ভয় পাচ্ছেন এবং সম্ভবত কোথাও লুকিয়ে আছেন, নিজেকে সামনে আনছেন না। আমি নিশ্চিত যে তিনি আর মস্কোতে নেই। তিনি জানেন যে তিনি কীসে ভয় পান, কারণ তিনি নিজেই এই হুমকি তৈরি করেছেন। সব পৈশাচিকতা, সব ধরণের ক্ষয়ক্ষতি, ঘৃণা যা কিছু তৈরি হয়েছে - তিনিই এসব ছড়িয়েছেন।

গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে, পুতিন মস্কো ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। ফ্লাইট ট্র্যাকিংয়ে দেখা গিয়েছে যে, শনিবার দুটি প্রেসিডেন্সিয়াল বিমান মস্কো ছেড়ে গিয়েছে। তবে তার প্রেস সেক্রেটারি দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, প্রেসিডেন্ট এখনো ক্রেমলিনেই আছেন।

পেসকভ আরও বলেন, প্রিগোশিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করা হবে এবং তার ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ওয়াগনারের কোন ভাড়াটে সৈন্য চুক্তি করতে চাইলে তারা এখনো তা করতে পারবে বলে জানিয়েছেন প্রেস সচিব।

ওয়াগনারের যোদ্ধারা চলে যাওয়ার সময় তাদেরকে আকাশে গুলি চালাতে দেখা যায়। টুইটারে ছড়িয়ে পড়ো একটি ক্লিপে দেখা যায় যে ওয়াগনার গ্রুপের ভাড়াটে সৈন্যরা যখর রোস্তোভ থেকে সরে যাচ্ছিলেন তখন সেখানকার একজন যোদ্ধা তার রাইফেলটি আকাশে তুলে গুলি ছুড়ছে। রাস্তায় সারিবদ্ধ বেসামরিক মানুষদের দেখা যায় তার যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে হাততালি দিচ্ছে এবং উল্লাস করছে। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরটিতে ভাড়াটে গোষ্ঠীর প্রতি জনসমর্থনের অনেক ফুটেজ দেখা গিয়েছে।